আধুনিক যুগ-০৪

তানহি খান তানহা

মুক্তিযুদ্ধ ও ভাষা আন্দোলন ভিত্তিক সাহিত্য

ভাষা আন্দোলন

P2A

ধরন	সাহিত্যকর্ম	রচয়িতা
নাটক	কবর (১৯৫৩ রচনাকাল, প্রকাশকাল ১৯৬৬) ভাষা আন্দোলনের উপর রচিত প্রথম নাটক। বিবাহ (১৯৮৮)	মুনীর চৌধুরী মমতাজ উদ্দীন আহমদ (চরিত্র- সখিনা)
উপন্যাস	আরেক ফাল্গুন (১৯৬৮)	জহির রায়হান (চরিত্র: মুনিম, রসুল, সালমা, আসাদ,রেনু, নীলা)

ধরন	সাহিত্যকর্ম	রচয়িতা
চলচ্চিত্র	জীবন থেকে নেওয়া (এতে প্রথম আমার সোনার বাংলা গানটি ব্যাবহৃত হয়)	জহির রায়হান
কবিতা	কাঁদতে আসিনি, ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি	মাহবুব উল আলম চৌধুরী
	স্মৃতিস্তম্ভ	আলাউদ্দিন আল আজাদ
	বর্ণমালা, আমার দুখিনী বর্ণমালা	শামসুর রাহমান

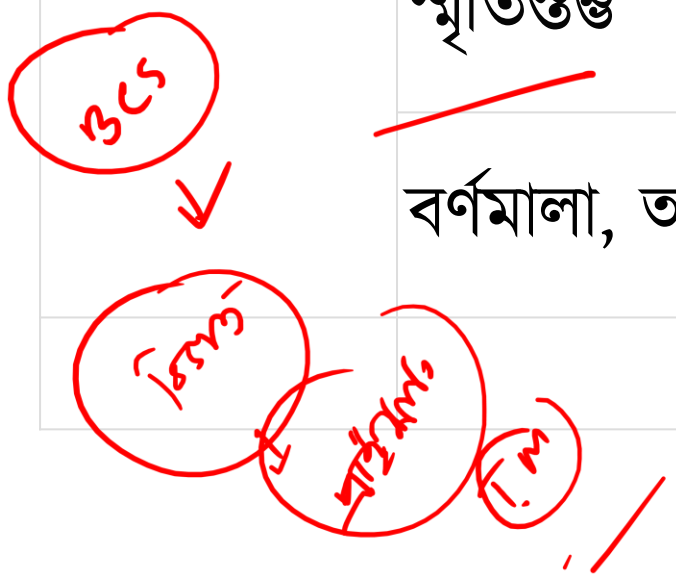

গান	লেখক
‘ভুলব না, ভুলব না, একুশে ফেব্রুয়ারি ভুলব না (প্রথম গান)	ভাষা সৈনিক আ ন ম গাজীউল হক সুর: নিজাম উল হক
সালাম সালাম হাজার সালাম	ফজল এ খোদা সুরকার ও শিল্পী: আব্দুল জব্বার
আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো	আব্দুল গাফফার চৌধুরী প্রথম সুরকার: আবদুল লতিফ বর্তমান সুরকার: আলতাফ মাহমুদ

P2A

‘একুশে ফেব্রুয়ারী’

- ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারিতে বাংলা ভাষার জন্য ঢাকায় যে আত্মদান করা হয় তার স্মরণে ১৯৫৩ সালের মার্চ মাসে হাসান হাফিজুর রহমান ‘একুশে ফেব্রুয়ারী’ নামে একটি সাহিত্য সংকলন সম্পাদনা করেন।
- এই সংকলনে কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প, গান, নকশা, ইতিহাস শিরোনামে ৬টি বিভাগে মোট ২২ জন লেখক লিখেছেন।

একুশে সংকলনের প্রচ্ছদ

ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচিত গল্প

গল্প	লেখক
একুশের গল্প, সূর্যগ্রহণ,	জহির রায়হান
খরস্রোত	সরদার জয়েন উদ্দীন

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গ্রন্থ

আনোয়ার পাশা

রাইফেল রোটি আওরাত

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ নিয়ে

রচিত প্রথম উপন্যাস

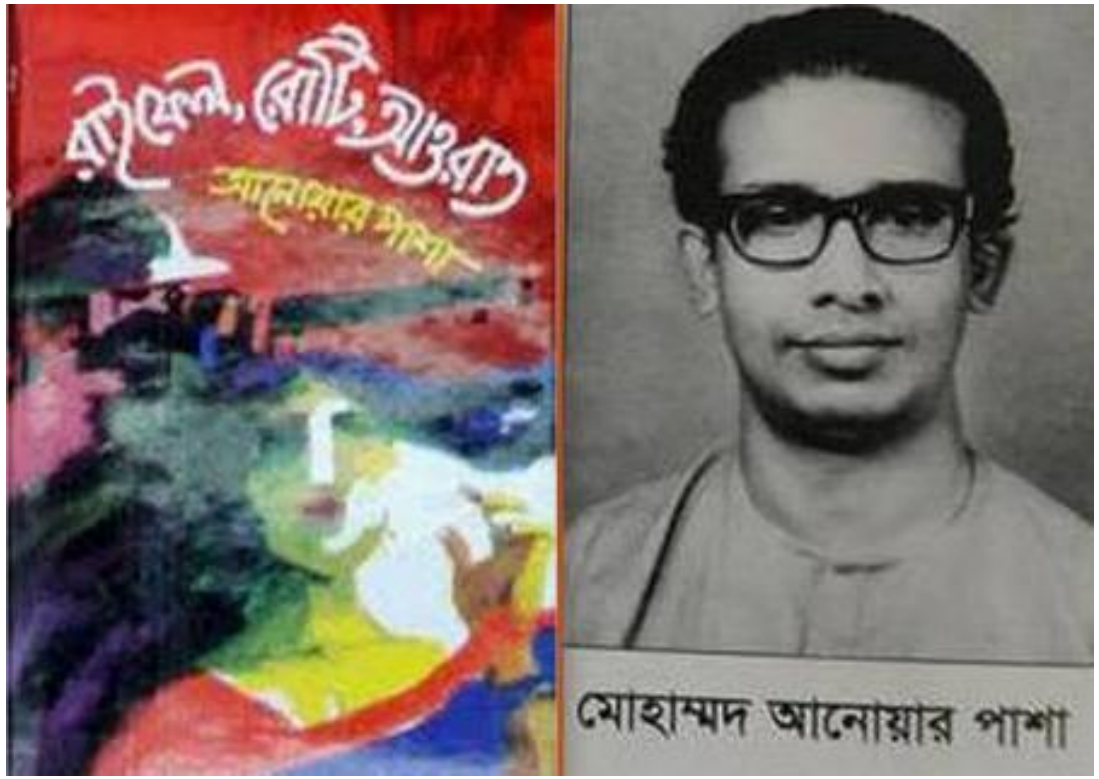

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস

ঔপন্যাসিক শওকত ওসমান

জাহান্নম হইতে বিদায়, নেকড়ে অরণ্য, দুই সৈনিক, জলাঙ্গী

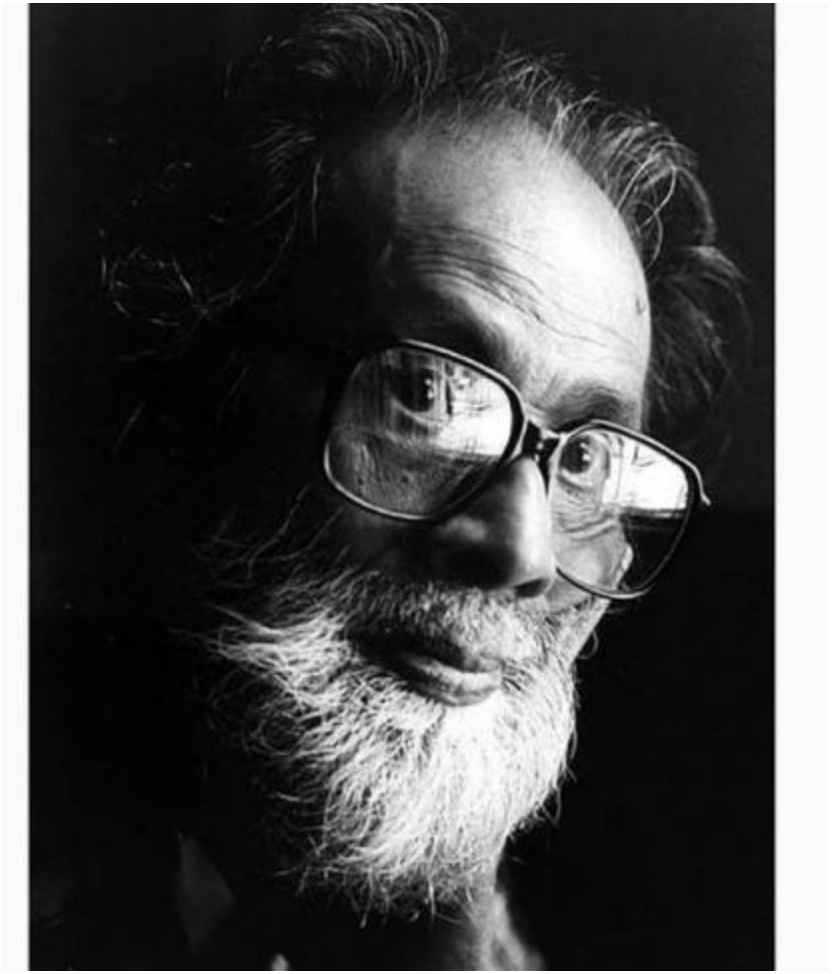

হুমায়ূন আহমেদ

নির্বাসন

আগুনের পরশমণি

শ্যামল ছায়া

জোছনা ও জননীর গল্প

অনীল বাগচীর একদিন

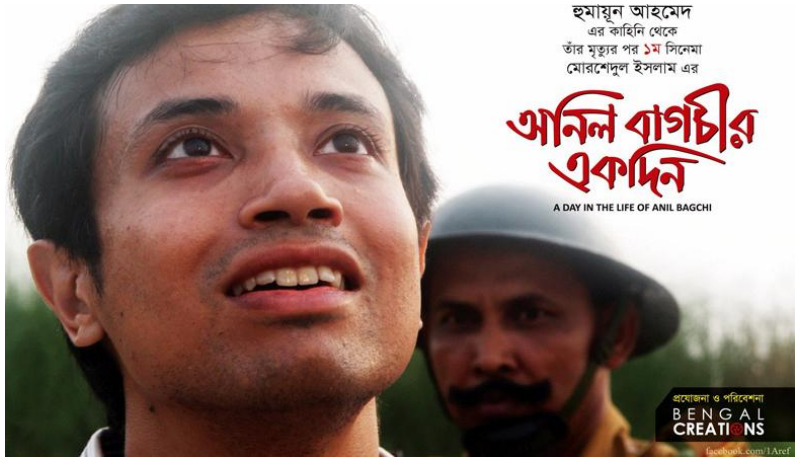

সৈয়দ শামসুল হক

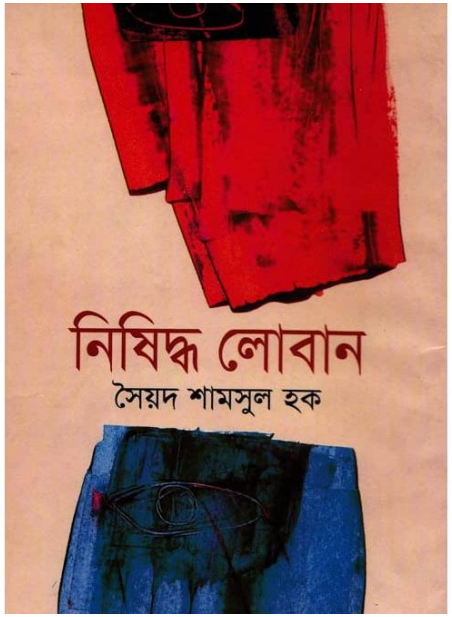

নিষিদ্ধ লোবান, নীল দংশন

সেলিনা হোসেন

হাঙর নদী গ্রেনেড

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

একটি কালো মেয়ের কথা

১৯৭১

১৯৭২

জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা

শহীদুল জহির

গ্রন্থটিতে অত্যন্ত সুনিপুণভাবে বর্ণনা করা হয়েছে মুক্তিযুদ্ধকালীন পাকিস্তানি হানাদারদের তাণ্ডবলীলার কাহিনি ও সাধারণ বাঙালিদের জাতীয়তাবাদী চেতনার কথা। ক্ষমতার লোভে কিছু পথভ্রষ্ট বাঙালির মানসিকতা কতটা বিকৃত হতে পারে সেটিও তিনি এই উপন্যাসে তুলে ধরেছেন।

উপন্যাসের নায়ক কিংবা মূল চরিত্র হলো আবদুল মজিদ।

জীবন আমার বোন

মাহমুদুল হক

চরিত্র: খোকা, রঞ্জু,

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গল্প

- নামহীন গোত্রহীন (গল্পগ্রন্থ), ঘরগেরস্থি, কেউ আসেনি, ফেরা - হাসান আজিজুল হক
- রেইন কোট, অপঘাত, মিলির হাতে স্টেনগান --- আখতারুজ্জামান ইলিয়াস

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক কবিতা

- শামসুর রাহমান --- স্বাধীনতা তুমি।
- অ্যালেন গিনসবার্গ (USA) --- সেপ্টেম্বর অন যশোর রোড।

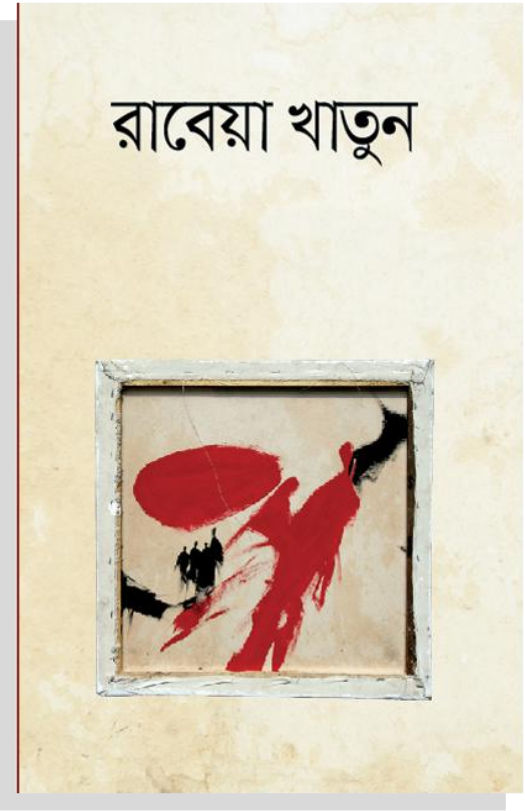

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাটক

সৈয়দ শামসুল হক

পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়

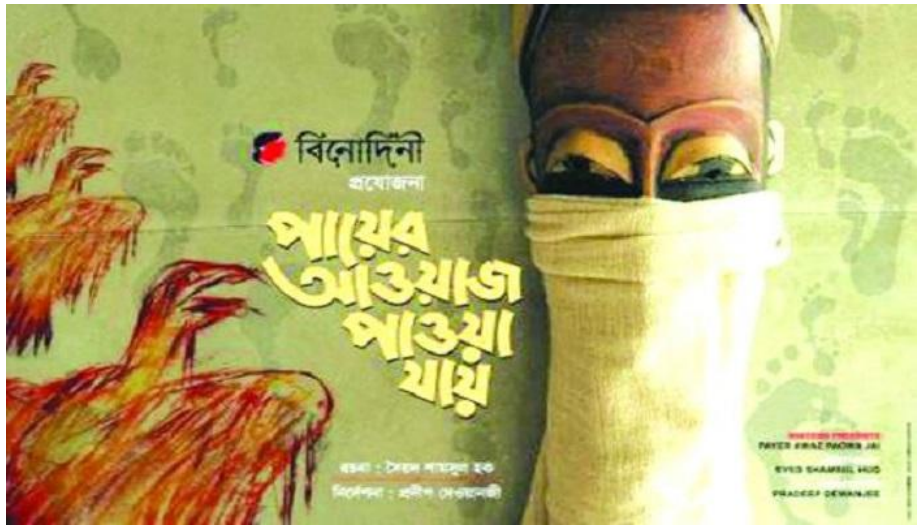

মমতাজ উদ্দীন আহমেদ

কী চাহ শঙ্খচিল, বর্ণচোরা

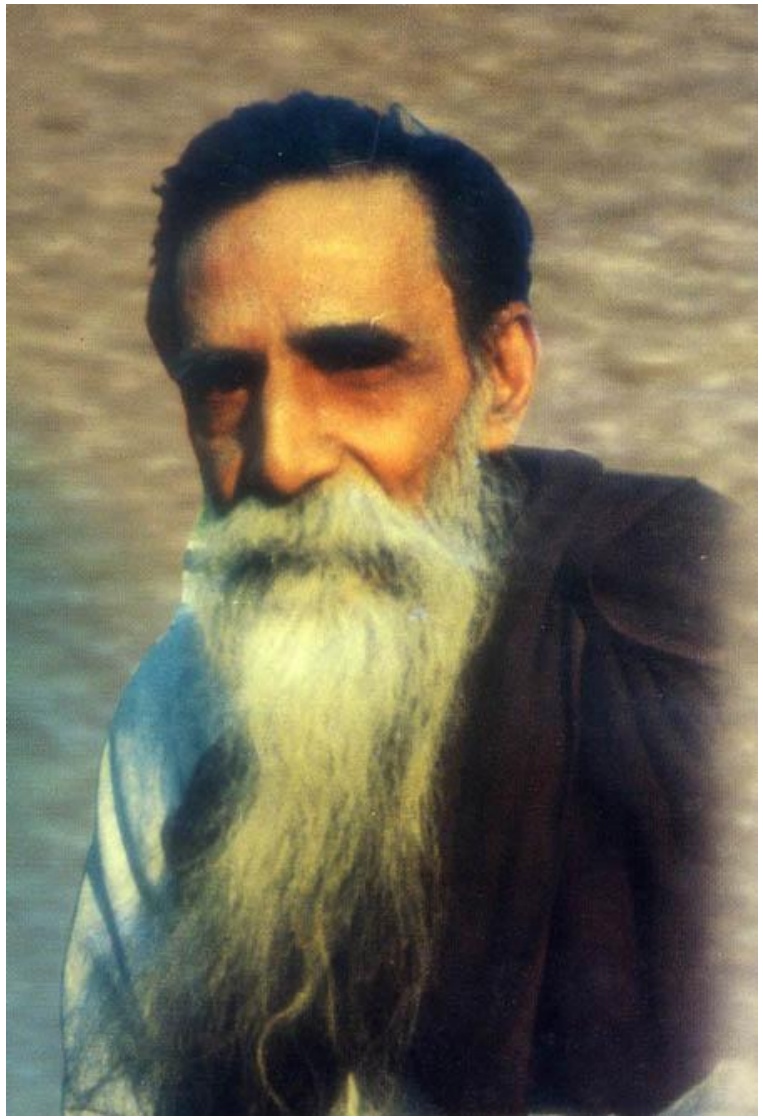

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাটক

আলাউদ্দিন আল আজাদ

নরকে লাল গোলাপ

রনেশ দাশগুপ্ত

ফেরী আসছে

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাটক

নীলিমা ইব্রাহীম

যে অরণ্যে আলো নেই

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ

তরঙ্গভঙ্গ

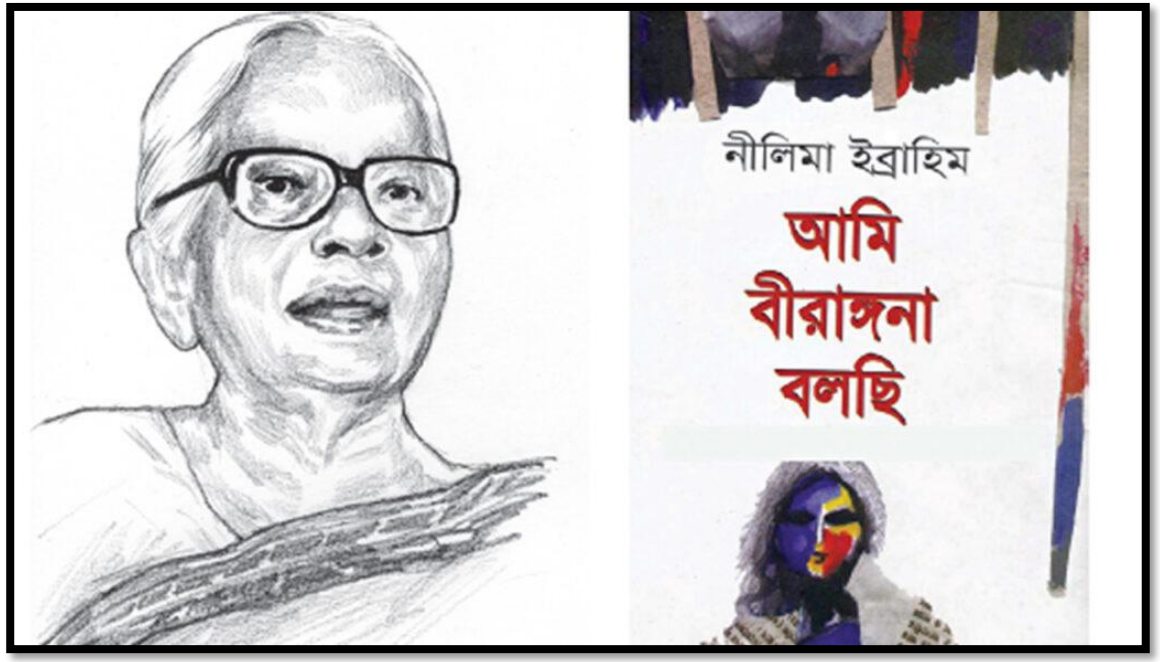

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক স্মৃতিকথা

জাহানারা ইমাম

একাত্তরের দিনগুলি

সুফিয়া কামাল

একাত্তরের ডায়েরি

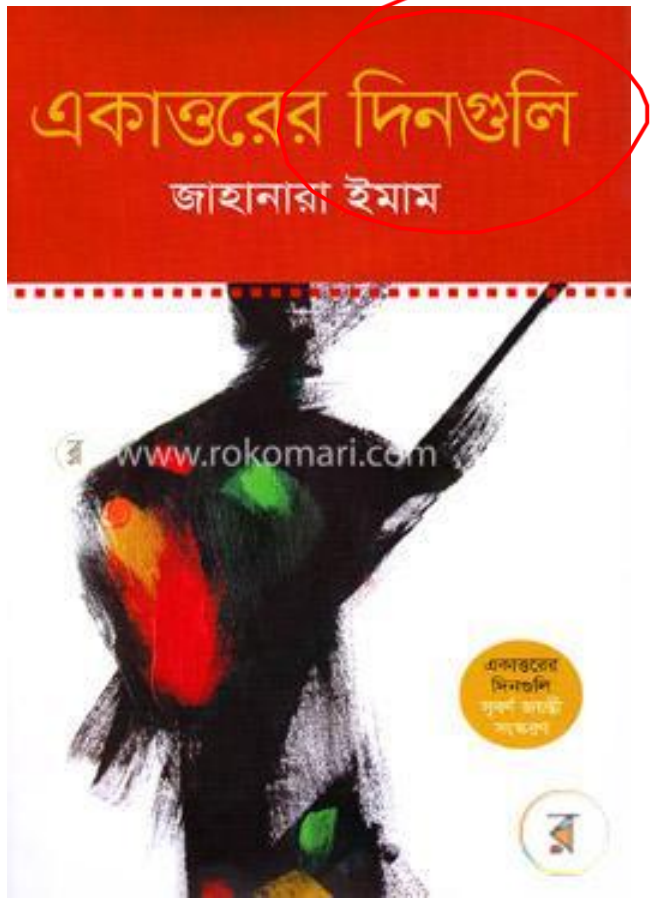

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক স্মৃতিকথা

আলাউদ্দিন আল আজাদ

ফেরারী ডায়েরী

এম আর আখতার মুকুল

আমি বিজয় দেখেছি

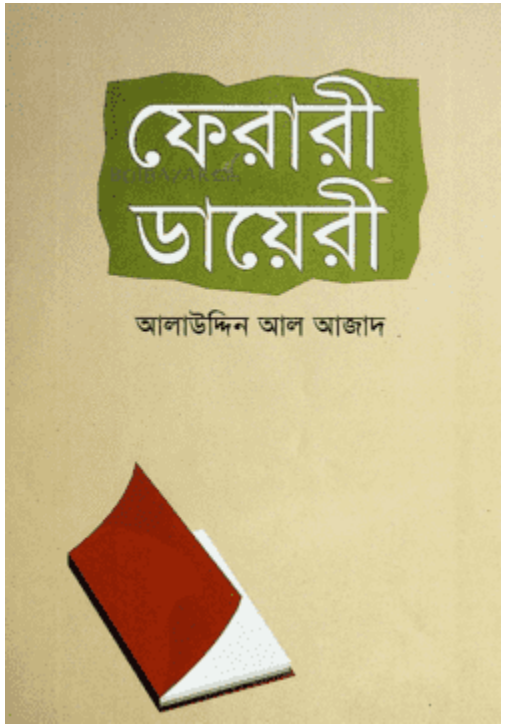

ওরা ১১ জন

চাষী নজরুল ইসলাম

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের উপর নির্মিত প্রথম মুক্তিপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র

'ওরা ১১ জন'

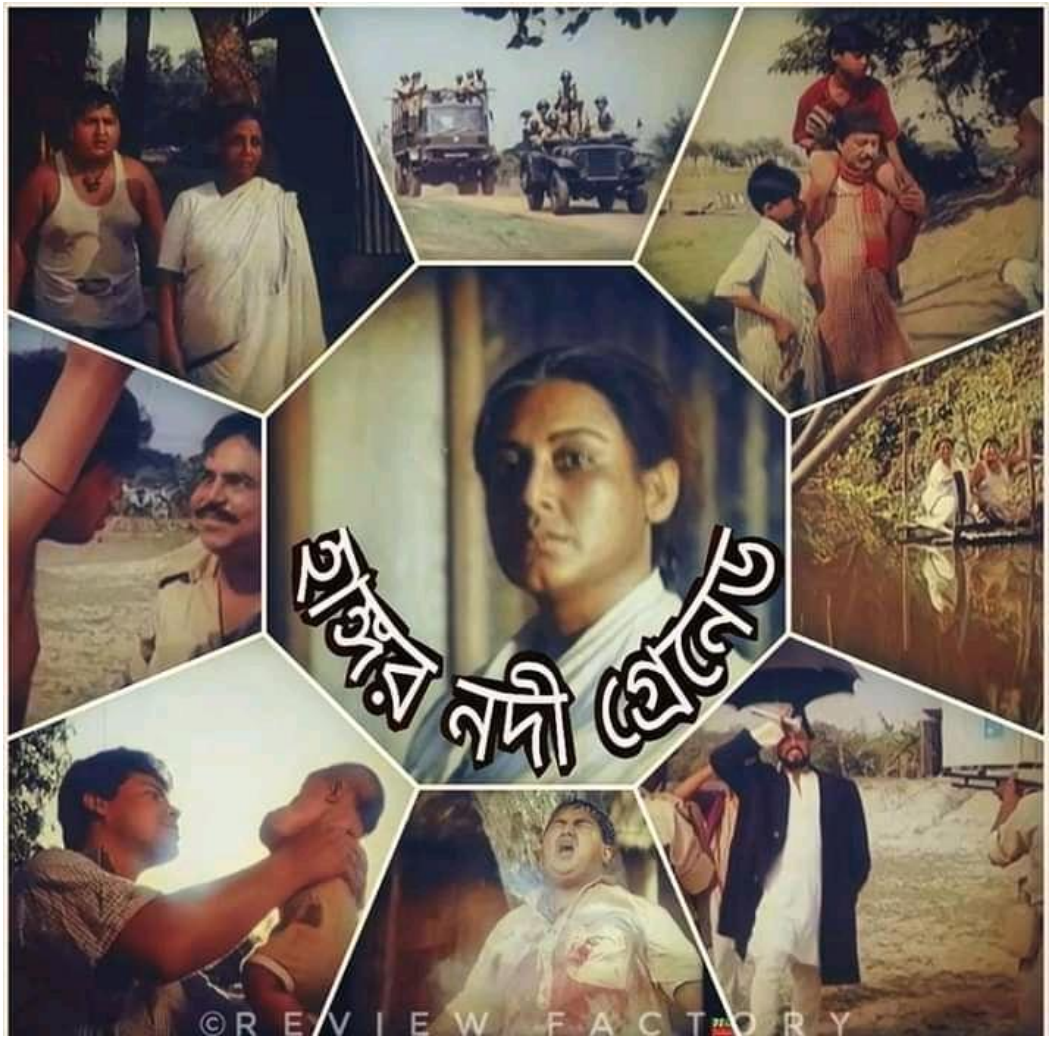

হাঙ্গর নদী গ্রেনেড

পরিচালক: চাষী নজরুল ইসলাম

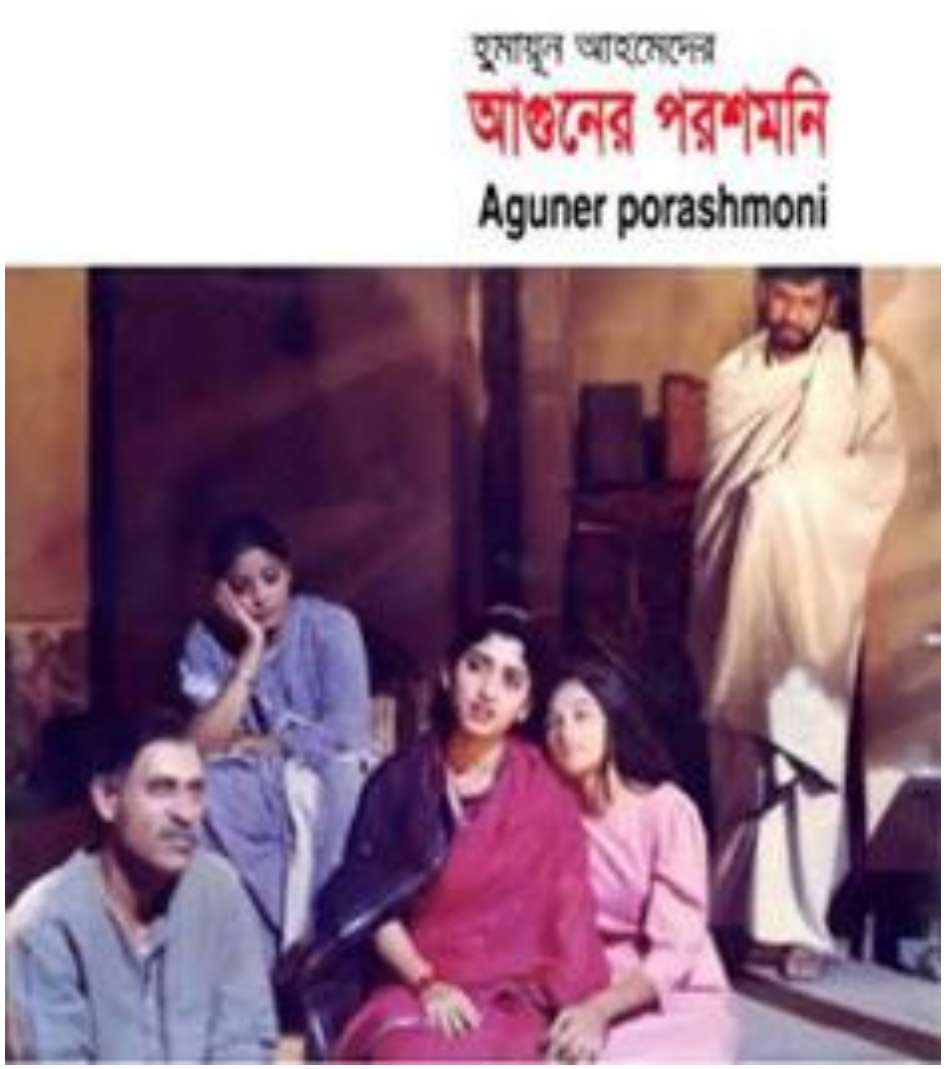

আগুনের পরশমণি

পরিচালক: হুমায়ুন আহমেদ

ধীরে বহে মেঘনা

পরিচালক: আলমগীর কবির

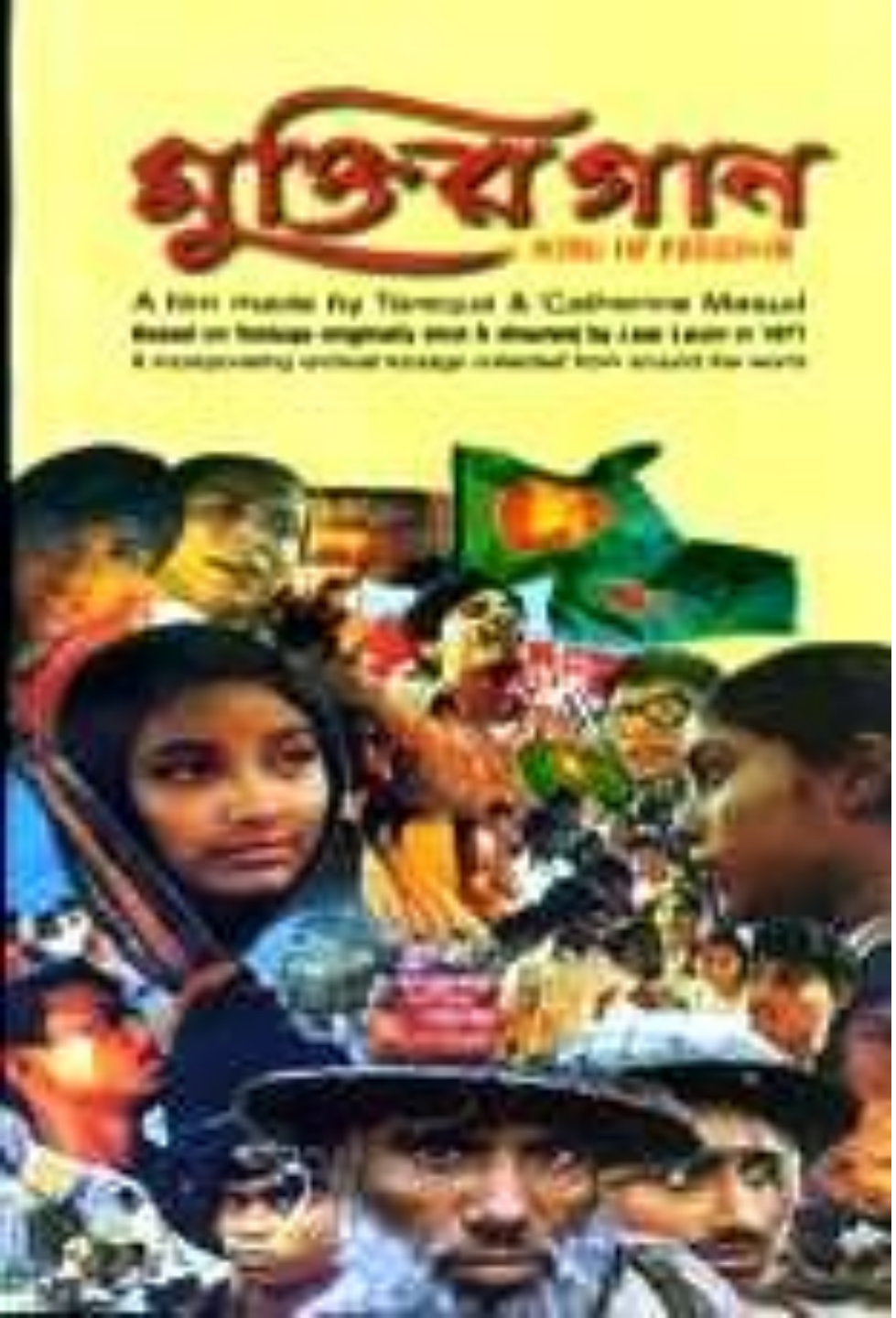

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রামাণ্য চলচ্চিত্র

জহির রায়হান

Stop Genocide, A State is Born

- **মুক্তির গান** – তারেক মাসুদ ও ক্যাথরিন মাসুদ

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক কবিতা

অ্যালেন গিনসবার্গ

সেপ্টেম্বর অন যশোর রোড

শামসুর রাহমান

স্বাধীনতা তুমি

জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা-

স্মৃতিস্তম্ভ

কী চাহ হে শঙ্কচিল

চিলেকোঠার সিপাই

জীবন থেকে নেয়া চলচ্চিত্রটির পরিচালক কে?

একুশে ফেব্রুয়ারির বিখ্যাত গানটির রচয়িতা কে?

মিলির হাতে স্টেনগান- গল্পটি কার লেখা?

অসমাপ্ত আত্মজীবনী- কার রচিত?

"একুশ মানে মাথা নত না করা"—এই অমর পঙ্ক্তির রচয়িতা? -

খোকা ও রনজু মাহমুদুল হকের কোন উপন্যাসের চরিত্র?

নিম্নোক্ত কোন উপন্যাসে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধোত্তর সময়ের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে?

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে একটি উপন্যাস রচনা করেছেন যা ১৯৭২ সালে প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটির নাম কী ?

পত্র-পত্রিকা, উক্তি-পঙক্তি

ছদ্মনাম/উপাধি,

বাংলা সাহিত্যে প্রথম

বাংলা পত্র-পত্রিকা

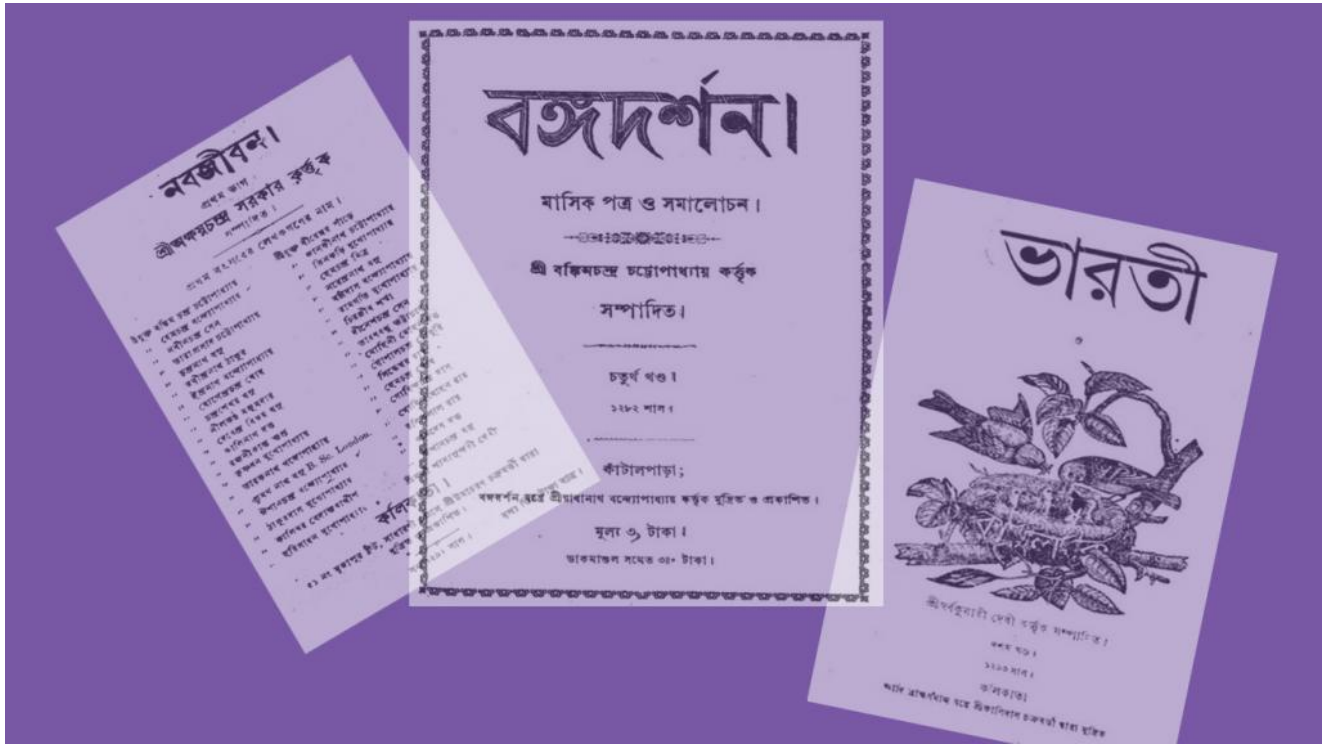
নবজীবন।
বঙ্গদর্শন।
মাসিক পত্র ও সমালোচন।
শ্রী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
সম্পাদিত।
চতুর্থ খণ্ড।
কাঁটালপাড়া;
মূল্য ৩ টাকা।
ভারতী

বেঙ্গল গেজেট (১৭৮০)

উপমহাদেশের প্রথম সংবাদপত্র

(ইংরেজিতে)

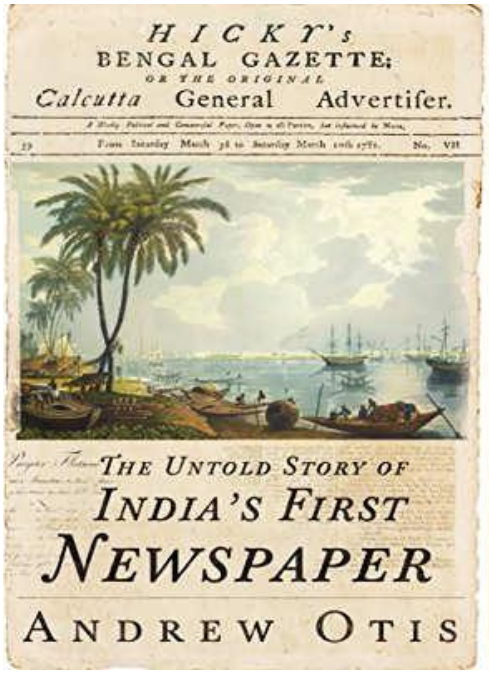

দিগদর্শন (১৮১৮)

দিগদর্শন প্রথম বাংলা সাময়িক পত্র। (মাসিক)

শ্রীরামপুর মিশনের উদ্যোগে শ্রীরামপুর থেকে ১৮১৮ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে প্রথম এই পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

সম্পাদক ছিলেন জন ক্লার্ক মার্শম্যান।

দিগ্দর্শন।

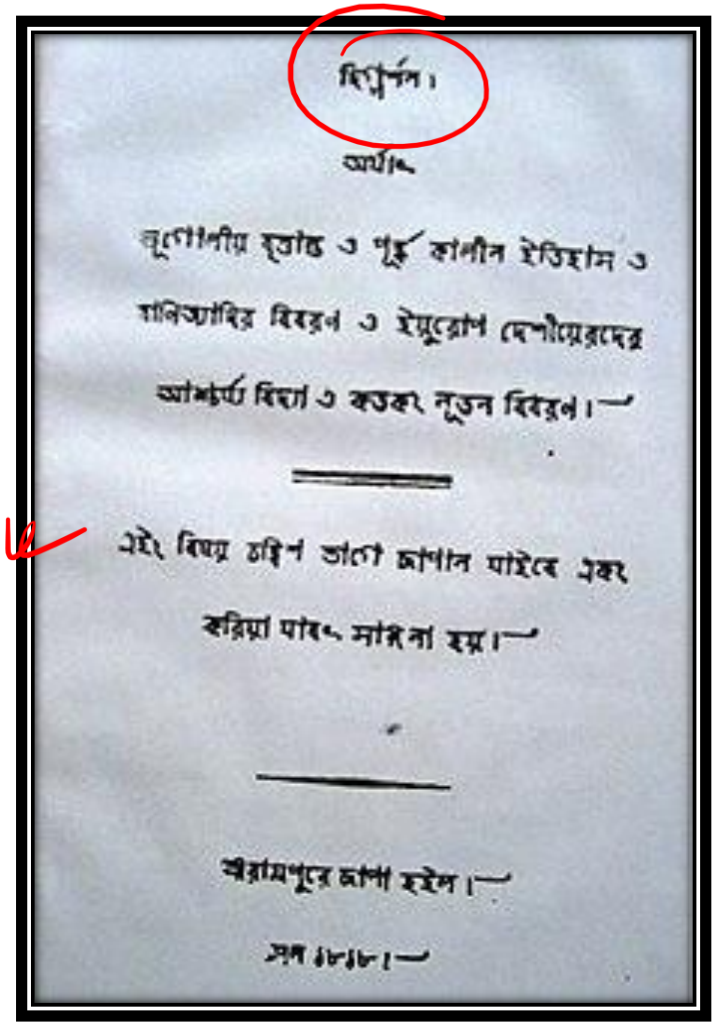

অর্থাৎ

ভূগোলীয় বৃত্তান্ত ও পূর্ব্ব কালীন ইতিহাস ও বানিজ্যাদির বিবরণ ও ইয়ুরোপ দেশীয়েরদের আশ্চর্য্য বিদ্যা ও কতক নূতন বিবরণ।—

এই বিষয় চারি [illegible] ছাপান যাইবে এবং [illegible] পাওয়া যাইবে [illegible] হয়।—

শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।—

সন ১৮১৮।—

সমাচার দর্পণ

এটি একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা

শ্রীরামপুর মিশন থেকে ১৮১৮ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসে প্রথম এই পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

সম্পাদক জন ক্লার্ক মার্শম্যান।

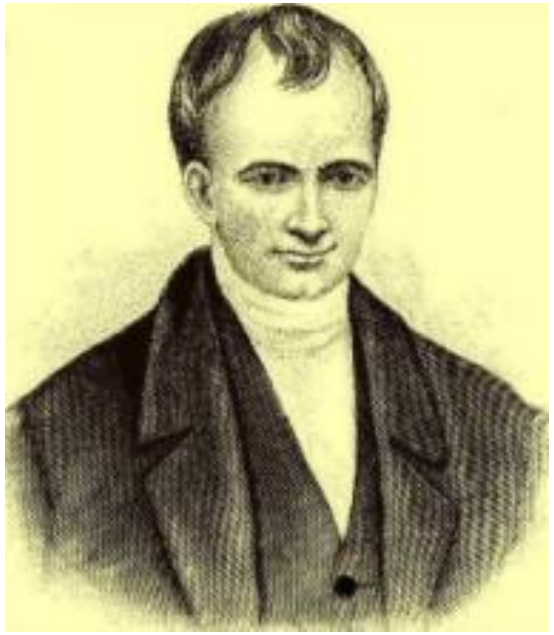

জন ক্লার্ক মার্শম্যান

বাঙ্গাল গেজেট (১৮১৮)

- এটি একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা
- সম্পাদক **গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য।**
- **বাঙ্গাল গেজেট** ছিল বাংলা ভাষায় ও বাঙালি সম্পাদক-প্রকাশকদের পরিচালনায় প্রথম সংবাদপত্র।

সম্বাদ কৌমুদী (১৮২১)

এটি একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা

- রাজা রামমোহন রায়
- ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

কৌমুদি

'সমাচার চন্দ্রিকা\ব্রাহ্মণসেবধি (১৮২১)

রাজা রামমোহন রায় ১৮২১ সালে **‘ব্রাহ্মণ সেবধি’** প্রকাশ করেন।

তখন **ভবানীচরণ ১৮২২ সালে 'সমাচার চন্দ্রিকা’** নামে সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। (রক্ষণশীল হিন্দু সম্প্রদায়ের মুখপত্র)

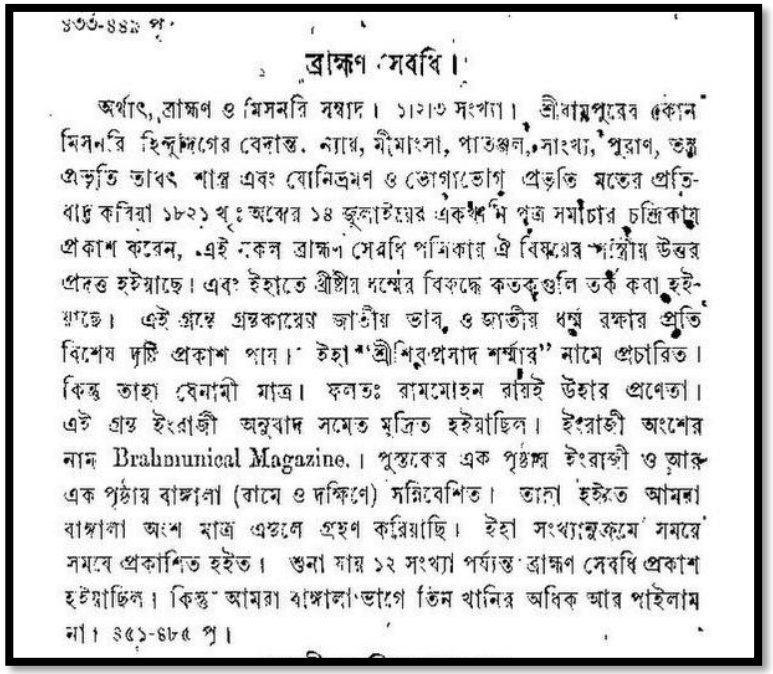

৪৩৩-৪৪৯ পৃ

ব্রাহ্মণ সেবধি।

অর্থাৎ, ব্রাহ্মণ ও মিসনরি সম্বাদ। ১।২।৩ সংখ্যা। শ্রীরামপুরের কোন মিসনরি হিন্দুদিগের বেদান্ত. ন্যায়, মীমাংসা, পাতঞ্জল, সাংখ্য, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি তাবৎ শাস্ত্র এবং যোনিভ্রমণ ও ভোগাভোগ প্রভৃতি মতের প্রতিবাদ করিয়া ১৮২১ খৃঃ অব্দের ১৪ জুলাইয়ের একখানি পত্র সমাচার চন্দ্রিকায় প্রকাশ করেন, এই সকল ব্রাহ্মণ সেবধি পত্রিকায় ঐ বিষয়ের শাস্ত্রীয় উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে। এবং ইহাতে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের বিরুদ্ধে কতকগুলি তর্ক করা হইয়াছে। এই গ্রন্থে গ্রন্থকারের জাতীয় ভাব, ও জাতীয় ধর্ম্ম রক্ষার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি প্রকাশ পায়। ইহা "শ্রীশিবপ্রসাদ শর্ম্মার" নামে প্রচারিত। কিন্তু তাহা বেনামী মাত্র। ফলতঃ রামমোহন রায়ই উহার প্রণেতা। এই গ্রন্থ ইংরাজী অনুবাদ সমেত মুদ্রিত হইয়াছিল। ইংরাজী অংশের নাম Brahmunical Magazine.। পুস্তকের এক পৃষ্ঠায় ইংরাজী ও আর এক পৃষ্ঠায় বাঙ্গালা (বামে ও দক্ষিণে) সন্নিবেশিত। তাহা হইতে আমরা বাঙ্গালা অংশ মাত্র এস্থলে গ্রহণ করিয়াছি। ইহা সংখ্যানুক্রমে সময়ে সময়ে প্রকাশিত হইত। শুনা যায় ১২ সংখ্যা পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ সেবধি প্রকাশ হইয়াছিল। কিন্তু আমরা বাঙ্গালা ভাগে তিন খানির অধিক আর পাইলাম না। ৪৫১-৪৮৫ পৃ।

সংবাদ প্রভাকর (১৮৩১-১৮৩৯)

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

১৮৩১-সাপ্তাহিক

১৮৩৯- দৈনিক (**বাংলা ভাষার প্রথম দৈনিক পত্রিকা**)

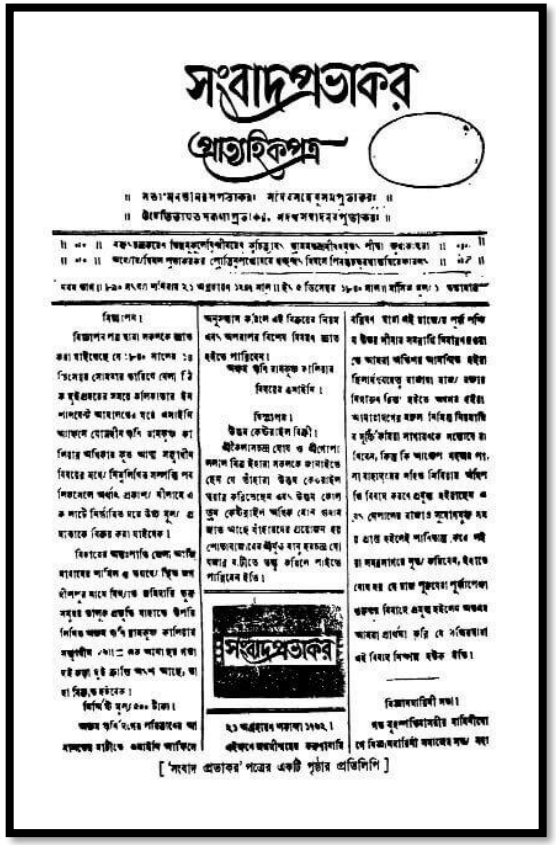

সংবাদপ্রভাকর
প্রাত্যহিকপত্র

['সংবাদ প্রভাকর' পত্রের একটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি]

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

- সংবাদ রত্নাবলী
- পাষণ্ড পীড়ন
- সংবাদ সাধুরঞ্জন
- সংবাদ প্রভাকর

জ্ঞানান্বেষণ(১৮৩১)

ইংরেজি শিক্ষিত উদার মতাবলম্বী যুবকদের মুখপত্র ছিল।

পত্রিকাটি **‘ইয়ং বেঙ্গল’ দের মুখপত্র ছিল।**

সম্পাদক: দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়

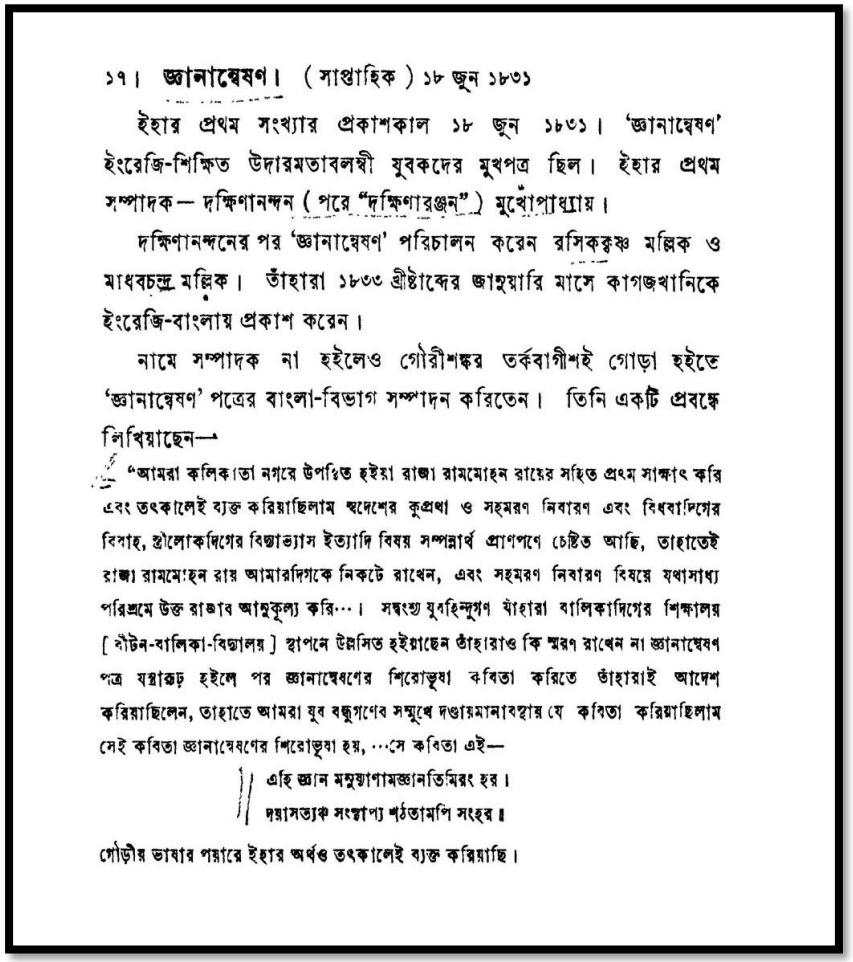

১৭। **জ্ঞানান্বেষণ।** (সাপ্তাহিক) ১৮ জুন ১৮৩১

ইহার প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল ১৮ জুন ১৮৩১। ‘জ্ঞানান্বেষণ’ ইংরেজি-শিক্ষিত উদারমতাবলম্বী যুবকদের মুখপত্র ছিল। ইহার প্রথম সম্পাদক— দক্ষিণানন্দন (পরে “দক্ষিণারঞ্জন”) মুখোপাধ্যায়।

দক্ষিণানন্দনের পর ‘জ্ঞানান্বেষণ’ পরিচালন করেন রসিককৃষ্ণ মল্লিক ও মাধবচন্দ্র মল্লিক। তাঁহারা ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে কাগজখানিকে ইংরেজি-বাংলায় প্রকাশ করেন।

নামে সম্পাদক না হইলেও গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশই গোড়া হইতে ‘জ্ঞানান্বেষণ’ পত্রের বাংলা-বিভাগ সম্পাদন করিতেন। তিনি একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—

“আমরা কলিকাতা নগরে উপস্থিত হইয়া রাজা রামমোহন রায়ের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ করি এবং তৎকালেই ব্যক্ত করিয়াছিলাম স্বদেশের কুপ্রথা ও সহমরণ নিবারণ এবং বিধবাদিগের বিবাহ, স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাভ্যাস ইত্যাদি বিষয় সম্পন্নার্থ প্রাণপণে চেষ্টিত আছি, তাহাতেই রাজা রামমোহন রায় আমারদিগকে নিকটে রাখেন, এবং সহমরণ নিবারণ বিষয়ে যথাসাধ্য পরিশ্রমে উক্ত রাজার আনুকূল্য করি···। সম্বংশ্য যুবহিন্দুগণ যাঁহারা বালিকাদিগের শিক্ষালয় [বীটন-বালিকা-বিদ্যালয়] স্থাপনে উল্লসিত হইয়াছেন তাঁহারাও কি স্মরণ রাখেন না জ্ঞানান্বেষণ পত্র যন্ত্রারূঢ় হইলে পর জ্ঞানান্বেষণের শিরোভূষা কবিতা করিতে তাঁহারাই আদেশ করিয়াছিলেন, তাহাতে আমরা যুব বন্ধুগণের সম্মুখে দণ্ডায়মানাবস্থায় যে কবিতা করিয়াছিলাম সেই কবিতা জ্ঞানান্বেষণের শিরোভূষা হয়, ···সে কবিতা এই—

এহি জ্ঞান মনুষ্যাণামজ্ঞানতিমিরং হর।
দয়াসত্যঞ্চ সংস্থাপ্য শঠতামপি সংহর॥

গৌড়ীয় ভাষার পয়ারে ইহার অর্থও তৎকালেই ব্যক্ত করিয়াছি।

সমাচার সভারাজেন্দ্র

দ্বিভাষিক সাপ্তাহিক বাংলা-ফার্সি পত্রিকা।

১৮৩১ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই মার্চ প্রথম প্রকাশিত হয়।এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন শেখ আলীমুল্লাহ। উল্লেখ্য এর আগে **রাজা রামমোহন রায়** ফার্সি ভাষায় 'মিরাৎ উল আখবার' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। এই বিচারে 'সমাচার সভা রাজেন্দ্র' ছিল বঙ্গদেশে ফার্সি সংশ্রবের দ্বিতীয় পত্রিকা।

মুসলমান সম্পাদিত প্রথম পত্রিকা সমাচার সভারাজেন্দ্র।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা (১৮৪৩)

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হয় ১৮৪৩ সালে। এটি তত্ত্ববোধিনী সভার মুখপত্র। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পত্রিকাটির প্রতিষ্ঠাতা। **অক্ষয়কুমার দত্ত ছিলেন সম্পাদক**। তিনি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন ১২ বছর।

অক্ষয়কুমার দত্তের পর নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অযোধ্যানাথ পাকড়াশী, সীতানাথ ঘোষ, হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ বিভিন্ন সময়ে পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব সামলেছেন।

বিদ্যাসাগর, রাজনারায়ণ বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রমুখ এ পত্রিকার সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

বিবিধার্থ সংগ্রহ

১৮৫১ খ্রিষ্টাব্দে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সম্পাদনায় প্রথম সচিত্র মাসিক পত্রিকা

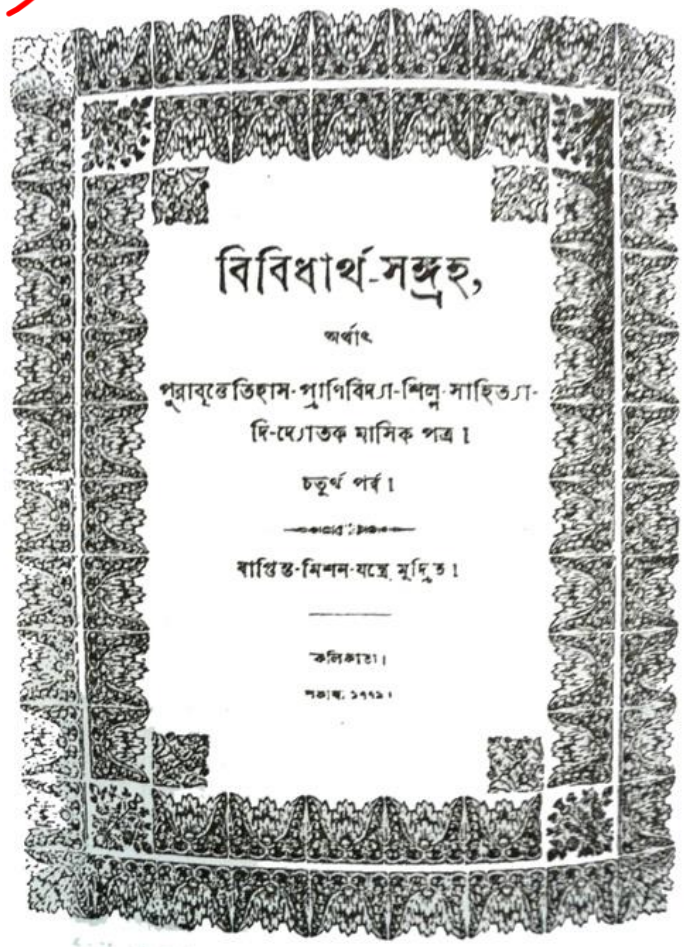

বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ,

অর্থাৎ

পুরাবৃত্তেতিহাস-প্রাণিবিদ্যা-শিল্প-সাহিত্যা-
দি-দ্যোতক মাসিক পত্র।

চতুর্থ পর্ব।

বাপ্তিস্ত-মিশন-যন্ত্রে মুদ্রিত।

কলিকাতা।

মাসিক পত্রিকা

- প্যারিচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদার- ১৮৫৪
- আলালের ঘরের দুলাল ১৮৫৫ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে এ পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে।

রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ (১৮৪৭)

- **রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ** ছিল পূর্ববঙ্গে প্রকাশিত একটি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র। **এটি ছিল পূর্ব বাংলায় প্রকাশিত প্রথম বাংলা সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।**

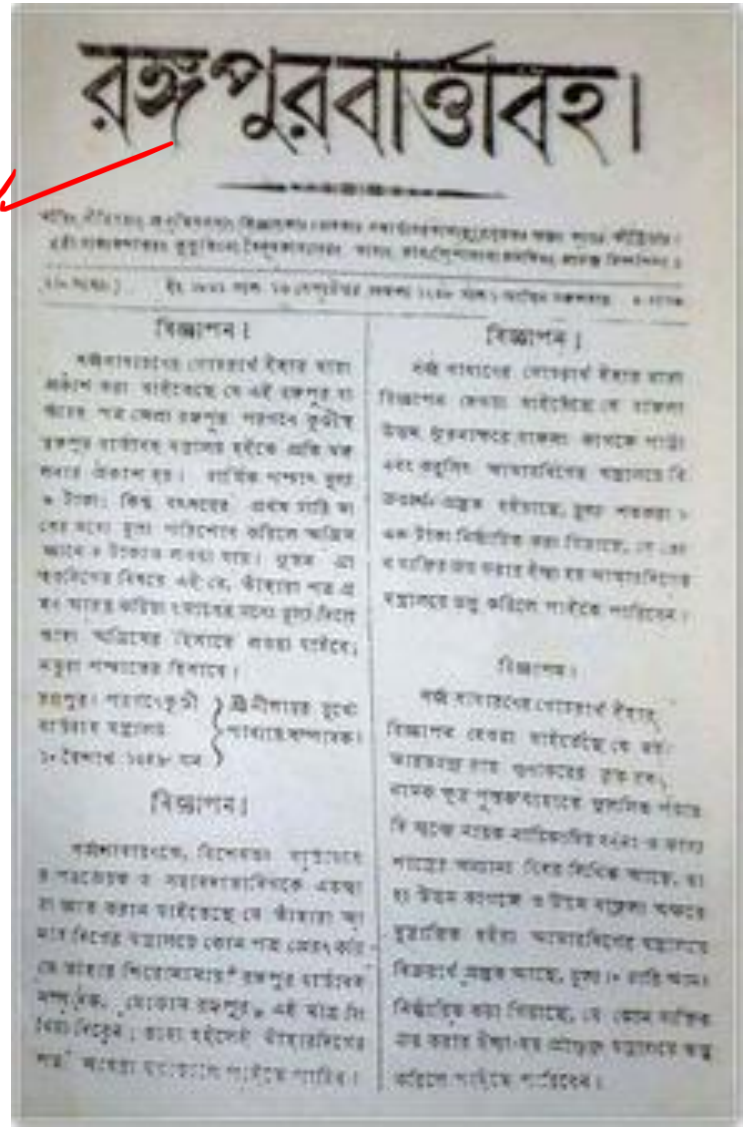
রঙ্গপুরবার্ত্তাবহ।

বিজ্ঞাপন।

বিজ্ঞাপন।

বিজ্ঞাপন।

ঢাকাপ্রকাশ(১৮৬১)

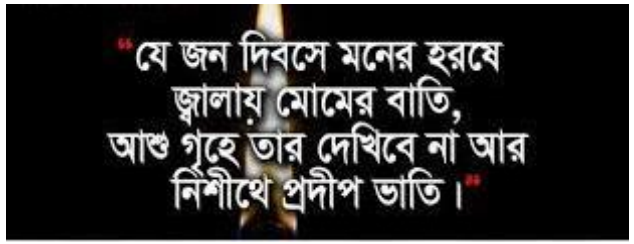

- ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্র

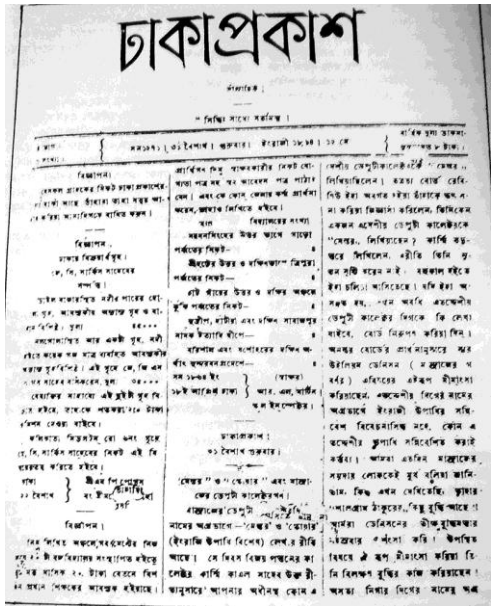

- ঢাকাপ্রকাশ পত্রিকার প্রথম সম্পাদক ছিলেন স্বনামধন্য

কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার

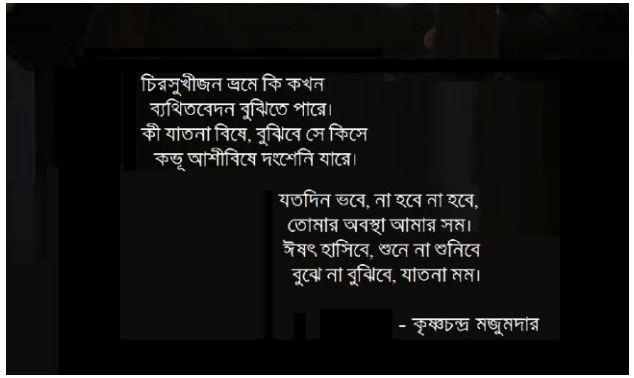

গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা (১৮৬৩)

- **গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা** বাংলা ভাষার একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা, যা ১৮৬৩ সালে কাঙ্গাল হরিনাথ মজুমদার দ্বারা কুষ্টিয়ার কুমারখালী থেকে প্রকাশিত হতো।

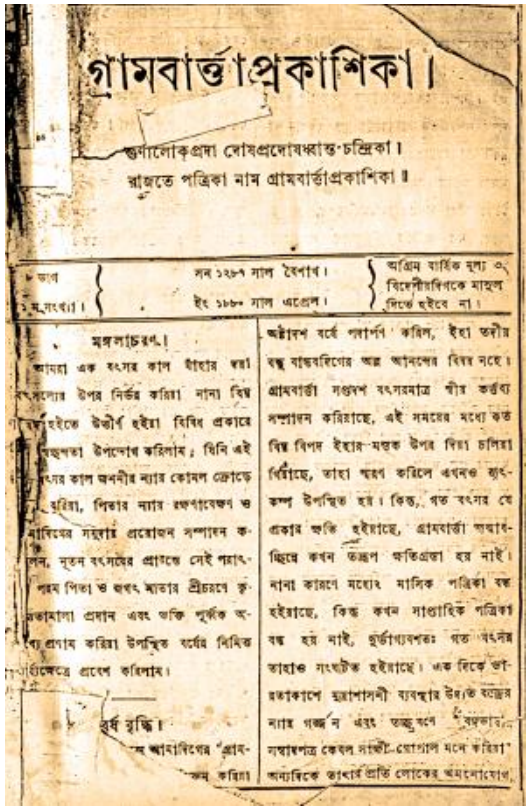
গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা।

বঙ্গদর্শন (১৮৭২)

- **বঙ্গদর্শন** উনিশ শতাব্দীতে প্রকাশিত একটি বাংলা মাসিক সাহিত্য **পত্রিকা**। এর প্রতিষ্ঠাতা **সম্পাদক ছিলেন** বাংলা কথাসাহিত্যের অন্যতম স্থপতি সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
- বঙ্কিমচন্দ্রের প্রধান উপন্যাসগুলি এবং বহু প্রবন্ধ এখানে প্রকাশিত হত
- সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
- শ্রীশচন্দ্র মজুমদার
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (চোখের বালি)

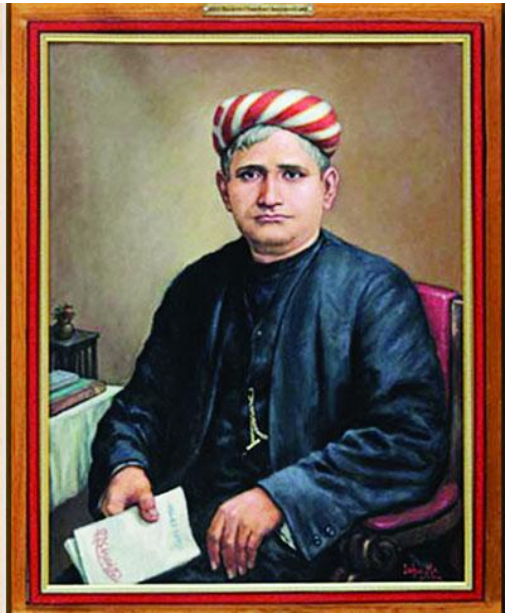

ভারতী (১৮৭৭)

- প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। (সাত বছর)
- স্বর্ণকুমারী দেবী, হিরণ্ময়ী দেবী, সরলা দেবী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করে।
- ঠাকুরবাড়ির স্বনামধন্য লেখক-লেখিকারা এই পত্রিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন
- ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী , ভিখারিণী ও করুণা এ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়
- প্রমথ চৌধুরী, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও মোহিতলাল মজুমদার এই পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন

সাধনা পত্রিকা

- **সাধনা** ঠাকুর পরিবারের তরুণ-বংশধরদের সম্পাদিত চতুর্থ পত্রিকা।
- বাকি ৩টি হলো **তত্ত্ববোধিনী, ভারতী এবং বালক।**
- সাধনা প্রথম প্রকাশিত হয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তৃতীয় পুত্র সুধীন্দ্রনাথের সম্পাদনায় ১৮৯১ সালে।
- প্রথম তিন বছর সম্পাদক ছিলেন সুধীন্দ্রনাথ।
- প্রকাশের চতুর্থ বছরে রবীন্দ্রনাথ এর সম্পাদকের দায়িত্ব লাভ করেন।
- রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য প্রতিভার পূর্ণ পরিণতি প্রকাশ পায় এই পত্রিকার মাধ্যমে

সাধনা সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ

সবুজ পত্র (১৯১৪)

প্রমথ চৌধুরীর সম্পাদনায় সবুজপত্র প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯১৪ সালে।

বাংলা গদ্যে চলিত রীতির প্রবর্তক প্রমথ চৌধুরী সবুজপত্র পত্রিকার সম্পাদক।

বাংলা গদ্যরীতির বিকাশে এ পত্রিকার গুরুত্ব অপরসীম।

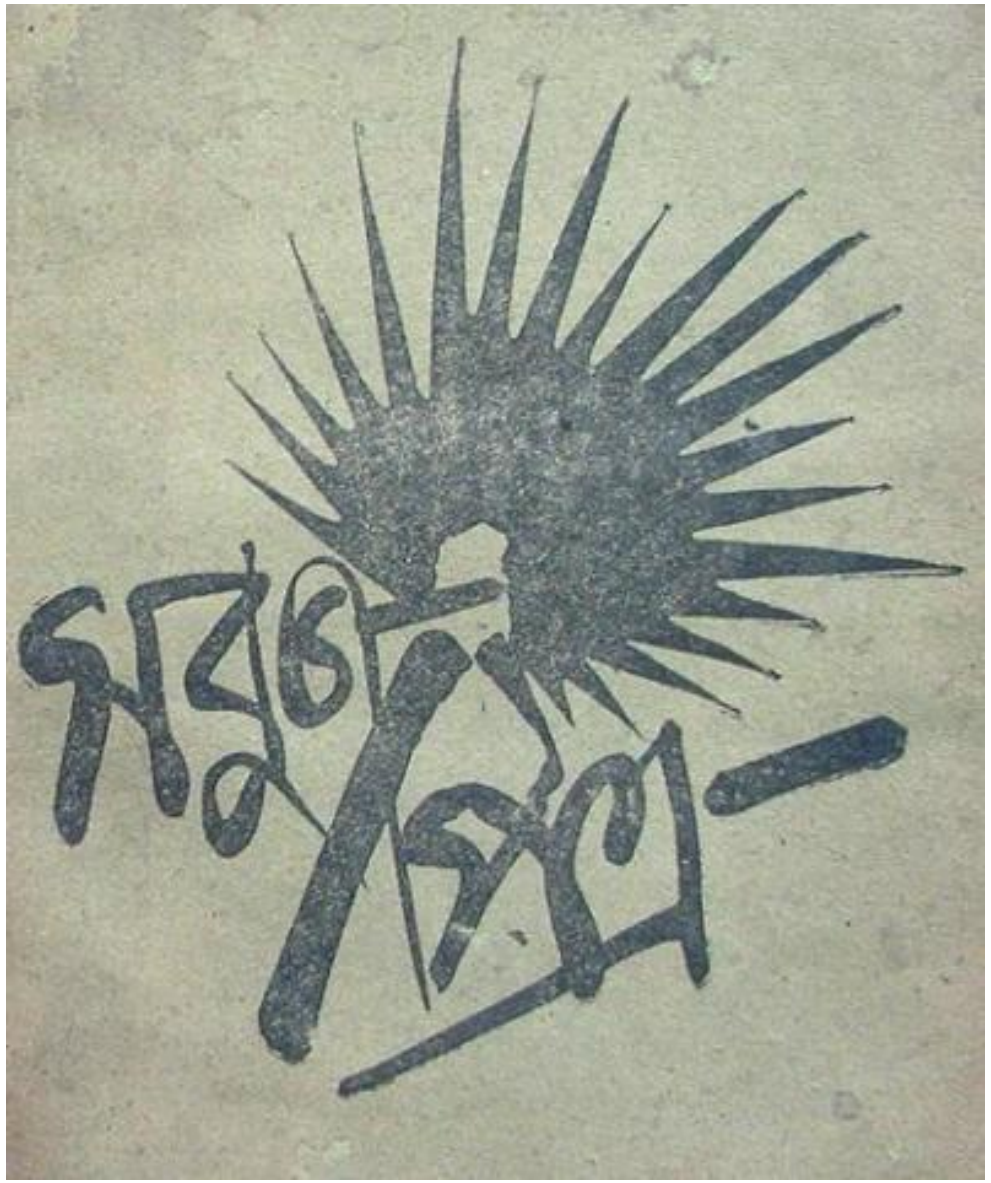

কল্লোল

সম্পাদক- দীনেশরঞ্জন দাশ

- তৎকালীন তরুণ লেখক রবীন্দ্র বিরোধিতার নাম করে এখানে সমবেত হয়েছিলেন।

ধূমকেতু (১৯২২)

এটি ছিল অর্ধ সাপ্তাহিক পত্রিকা।

১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে কাজী নজরুলের সম্পাদনায় এটি কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়

পত্রিকাটির জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আশীর্বাণী পাঠিয়েছিলেন

‘আয় চলে আয়, রে ধূমকেতু
আঁধারে বাঁধ অগ্নিসেতু,
দুর্দিনের এই দুর্গশিরে
উড়িয়ে দে তোর বিজয় কেতন।'
(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

লাঙল

লাঙল ১৯২৫ সালের ১৬ ডিসেম্বর প্রকাশনা শুরু করে। লাঙল ছিল কাজী নজরুল ইসলাম সম্পাদিত দ্বিতীয় পত্রিকা, প্রথমটি ছিল ধূমকেতু।

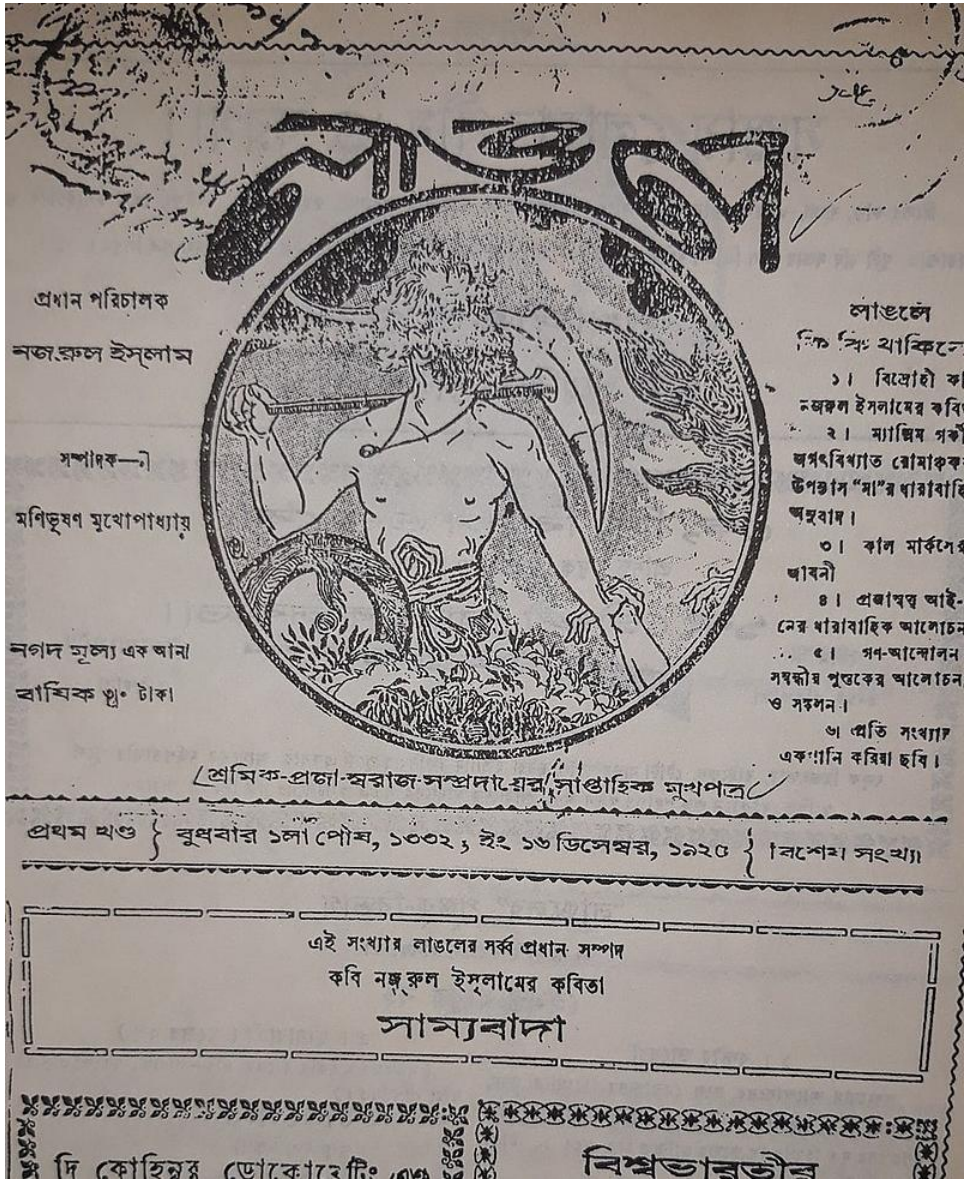

নবযুগ

- কাজী নজরুল ইসলাম ও রাজনীতিবিদ কমরেড মুজাফফর আহমদ যুগ্ম সম্পাদনায় প্রকাশিত পত্রিকা। ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দের ১২ জুলাই, কলকাতার ৬ নম্বর টার্ন স্ট্রিট থেকে পত্রিকাটির প্রকাশনা শুরু হয়।
- এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন শের-এ-বাংলা আবুল কাশেম ফজলুল হক। তিনি নিজ অর্থে এই পত্রিকাটি প্রকাশ করেন। তবে পত্রিকাটিতে সম্পাদকের নাম থাকার বদলে পরিচালকের নাম থাকতো।

১৯২০ সন্দীপ দ্বীপ - ------ কাজী নজরুল ইসলামের ঠিক পিছনে
ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির নেতা মুজফফর আহমেদ ও পাশে বসে শেরই ফজজুল হক

“বন্ধন ভয় তুচ্ছ করেছি উচ্চে তুলেছি মাথা
আর কেহ নয়, জেনেছি মোরাই মোদের পরিত্রাতা।”

--- সজনীকান্ত দাস

সজনীকান্ত দাস | শনিবারের চিঠি

শনিবারের চিঠি (সজনীকান্ত দাস)

শনিবারের চিঠি স্যাটায়ার ধর্মী সাহিত্যিক পত্রিকা।

- হাস্য-কৌতুক ও তীর্যক মন্তব্যের মাধ্যমে শনিবারের চিঠি ত্রিশ ও চল্লিশের দশকের বাংলা সাময়িকপত্রের ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে।
- এরূপ মন্তব্য থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, প্রমথ চৌধুরী, কল্লোল গোষ্ঠীর কবিরা কেউই রেহাই পাননি।

- **এ রসিকতার সবচেয়ে বেশি শিকার হন কাজী নজরুল ইসলাম।** এ পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতেই 'বিদ্রোহী' কবিতার প্যারোডি প্রকাশিত হয় এবং প্রায় প্রতিটি সংখ্যাতেই তাঁর কোনো-না-কোনো কবিতা নিয়ে ব্যঙ্গ করা হতো

প্রগতি(১৯২৭)

প্রগতি একটি সাহিত্য পত্রিকা। বুদ্ধদেব বসু ও অজিতকুমার দত্তের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়

প্রগতির প্রধান বিষয় ছিল সাহিত্যে আধুনিকতা।

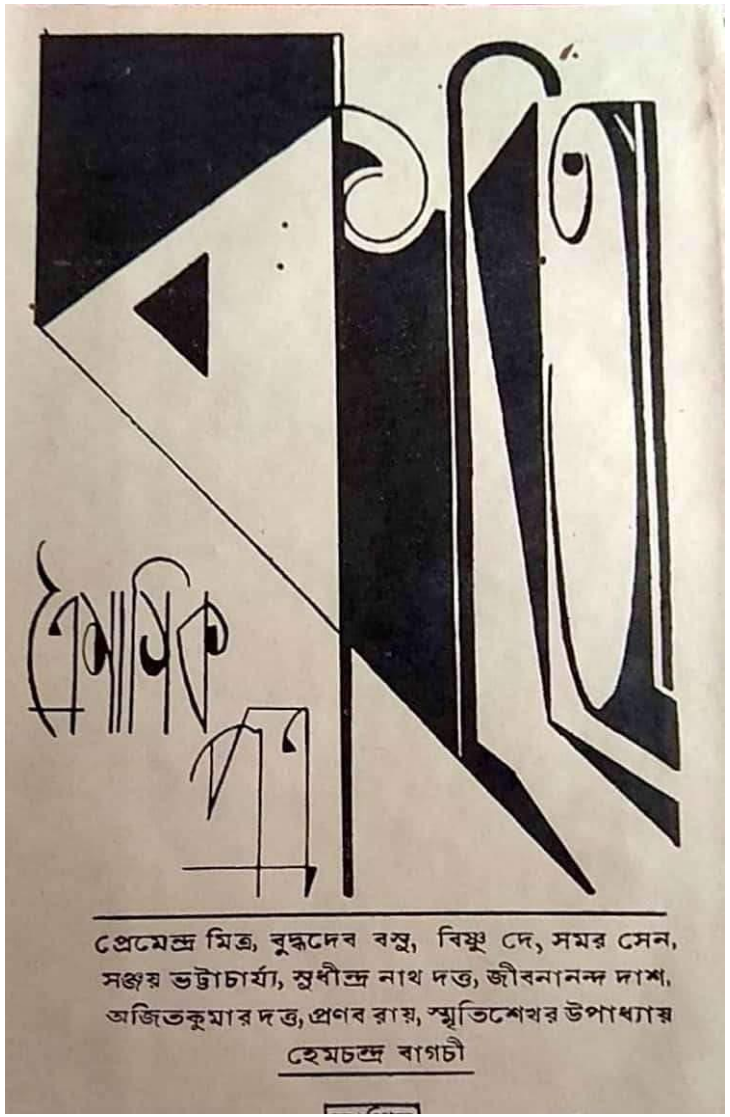

কবিতা →

কবিতা কবিতাবিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা। প্রথম প্রকাশ ১ অক্টোবর ১৯৩৫ (আশ্বিন ১৩৪২)। পত্রিকাটির প্রথম দুবছরের সম্পাদক ছিলেন বুদ্ধদেব বসু ও প্রেমেন্দ্র মিত্র। যৌথ সম্পাদনায় পত্রিকাটি প্রকাশিত হলেও বুদ্ধদেব বসুই এর প্রধান পরিচালক ছিলেন।

শিখা → ১৯২৭

- **শিখা** ১৯২৬ সালে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত মুসলিম সাহিত্য-সমাজের মুখপত্র
- শিখা' ঢাকার 'মুসলিম সাহিত্য সমাজের' মুখপত্র হিসেবে ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ছিলেন আবুল হোসেন। ঢাকার সাহিত্যিক গোষ্ঠী 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের সূত্রপাত করেন। 'শিখা' ছিল বার্ষিক পত্র।
- শিখার প্রতিটি সংখ্যার শিরোনামে **'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব'** কথাটি মুদ্রিত থাকত। এ উক্তিকেই শিখা পত্রিকার লেখকগোষ্ঠী তাদের মটো বা আদর্শবাণী হিসেবে বিবেচনা করত।

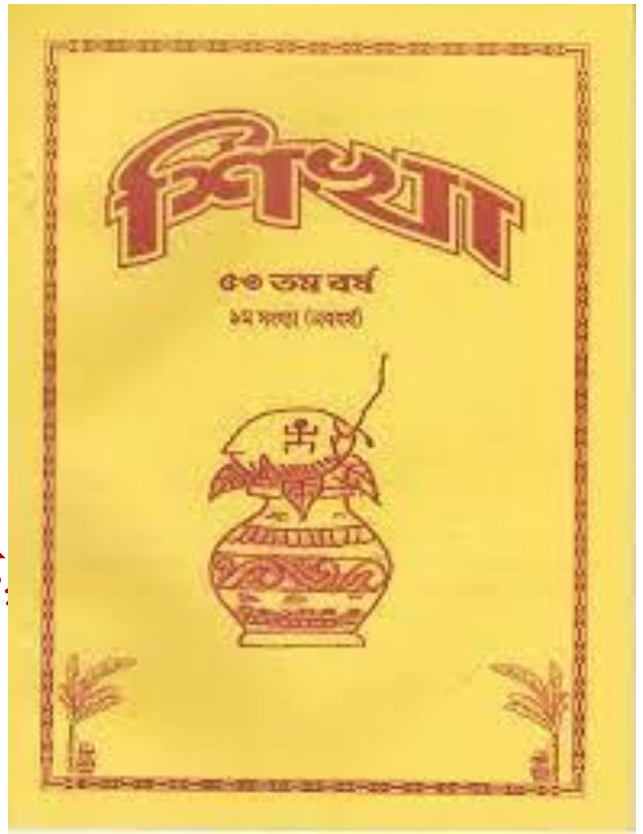

মুসলমান পরিচালিত সাময়িক পত্র

শেখ আবদুর রহিম

সুধাকর- শেখ আবদুর রহিম

মিহির- ”

মিহির ও সুধাকর- ”

হাফেজ- ”

মুসলমান পরিচালিত সাময়িক পত্র

- কোহিনূর- মহম্মদ রওশন আলী
- নবনূর- সৈয়দ এমদাদ আলী
- বাসনা-শেখ ফজলল করিম
- সওগাত- মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীন
- আজিজননেহার-

বেগম

বেগম বাংলা ভাষায় প্রথম সচিত্র নারী সাপ্তাহিক। সাহিত্য ক্ষেত্রে মেয়েদের এগিয়ে আনার লক্ষ্যে ১৯৪৭ সালের ২০ জুলাই কলকাতা থেকে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। পরে ১৯৫০ সালে পত্রিকাটির কার্যালয় ঢাকায় স্থানান্তর করা হয়। পত্রিকাটির আলোচ্য বিষয়গুলোর মধ্যে স্থান পায় নারী জাগরণ, কুসংস্কার বিলোপ, গ্রামগঞ্জের নির্যাতিত নারীদের চিত্র, জন্মনিরোধ, পরিবার পরিকল্পনা, প্রত্যন্ত অঞ্চলের মেয়েদের জীবনবোধ থেকে লেখা চিঠি এবং বিভিন্ন মনীষীর বাণী।

বেগম প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয় পত্রিকাটির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তৎকালীন সওগাত পত্রিকার সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন। প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদিকা ছিলেন বেগম সুফিয়া কামাল। পরে পত্রিকাটির সম্পাদনা শুরু করেন নূরজাহান বেগম

বাংলা একাডেমি কতৃক প্রকাশিত পত্রিকা

উত্তরাধিকার- ত্রৈমাসিক

বাংলা একাডেমি পত্রিকা - ত্রৈমাসিক

ধান শালিকের দেশ - ত্রৈমাসিক

বাংলা একাডেমি বিজ্ঞান পত্রিকা – ষান্মাসিক

বাংলা একাডেমি জার্নাল- ষান্মাসিক

বাংলা একাডেমি অনুবাদ পত্রিকা- ষান্মাসিক

বাংলা একাডেমি ফোকলোর পত্রিকা -ষান্মাসিক

বার্তা- বর্তমানে এটি অনিয়মিত প্রকাশনা।

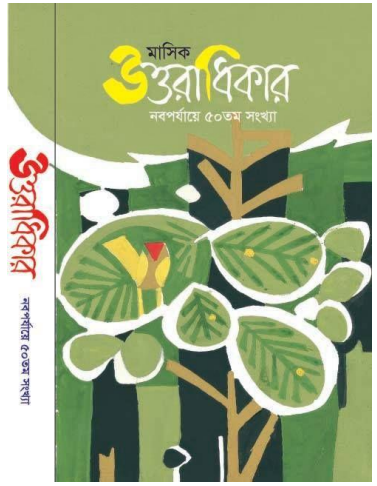

মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রকাশিত পত্রিকা

পত্রিকার নাম ও সম্পাদক
জয়বাংলা সম্পাদক : আবদুল গাফফার চৌধুরী
অগ্রদূত সম্পাদক : আজিজুল হক
জন্মভূমি সম্পাদক : মোস্তফা আল্লামা
জাগ্রত বাংলা সম্পাদক : হাফিজউদ্দিন আহমদ, মোহাম্মদ আলী
বাংলাদেশ সম্পাদক : মিজানুর রহমান
বিপ্লবী বাংলাদেশ সম্পাদক : নুরুল আলম ফরিদ
মুক্তিযুদ্ধ সম্পাদক : বেনামে প্রকাশিত
রণাঙ্গন সম্পাদক : রণদূত(ছদ্মনাম)

পত্র পত্রিকা সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

বাংলা ভাষার প্রথম পত্রিকা: দিগদর্শন' (১৮১৮)।

বাংলা ভাষায় প্রথম মাসিক পত্রিকা: দিগদর্শন' (১৮১৮)।

বাংলা ভাষার প্রথম সাপ্তাহিক পত্রিকা: 'সমাচার দর্পণ' (১৮১৮)

বাংলা ভাষার প্রথম দৈনিক পত্রিকা: 'সংবাদ প্রভাকর' (১৮৩৯)।

বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্র: 'রঙ্গপুরবার্তাবহ' (রংপুর বার্তাবহ)

পত্র পত্রিকা সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

মুসলমান সম্পাদিত প্রথম পত্রিকা: 'সমাচার সভারাজেন্দ্র' (১৮৩১)

বাঙ্গালিদের প্রচেষ্টায় প্রথম সংবাদপত্র : 'বাঙ্গাল গেজেট' (১৮১৮)। বাঙ্গাল গেজেট' এর সম্পাদক : গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য (তিনি প্রথম বাঙালি সম্পদক)

সওগাত (১৯১৮) সাল থেকে প্রকাশিত হয়ে এখনো টিকে আছে

তত্ত্ববোধিনী সভার মুখপাত্র : 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা

মুসলিম সাহিত্য সমাজের মুখপত্র / মুক্তবুদ্ধি আন্দোলনের মুখপত্র : 'শিখা'

ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রথম পত্রিকা :'ঢাকা প্রকাশ' (১৮৬১)

ইয়ং বেঙ্গলের মুখপত্র : 'জ্ঞানান্বেষণ', 'এনকোয়ারার', 'স্পেকটেটর'

পত্র পত্রিকা সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- বাংলা সাহিত্যের কথ্যরীতির প্রচলনে যে পত্রিকার অবদান অধিক : 'সবুজপত্র' ।

  নজরুল ও মুজফ্ফর আহমদ একত্রে সম্পাদনা করেন : 'নবযুগ'।

  বীরবলী রীতির প্রচার মাধ্যম : 'সবুজপত্র' ।

  রবীন্দ্রনাথ যে পত্রিকাটিতে অভিনন্দন বাণী দিয়েছিলেন : 'ধূমকেতু' ।

  বাংলাদেশ (বিভাগোত্তর পূর্ব বাংলার) মহিলাদের সম্পাদনায় প্রথম প্রকাশিত পত্রিকা : সাপ্তাহিক 'বেগম' (১৯৫০) ঢাকা থেকে । সম্পাদক নূরজাহান বেগম। ১৯৪৭ সালে সালে সুফিয়া কামালের সম্পাদনায় প্রথম প্রকাশিত হয় ।

পত্র পত্রিকা সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

মুসলিম কর্তৃক প্রকাশিত প্রথম পত্রিকা সমাচার সভারাজেন্দ্র (১৮৩১) । সম্পাদক: শেখ আলীমুল্লাহ ।

মুসলমানদের মহিমা,তত্ত্ব, তথ্য, ঐতিহ্য সম্পর্কে লেখা হত : 'সুধাকর' পত্রিকায়।

শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের পরিচালনায় 'দৈনিক নবযুগ' ১৯৪১ সালে নবপর্যায়ে প্রকাশিত হলে প্রধান সম্পাদক ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম।

ভারতী পত্রিকার প্রথম সম্পাদক : দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর । পরবর্তীতে স্বর্ণকুমারী দেবী, সরলা দেবী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন।

এক নজরে বিভিন্ন সংবাদপত্র, সম্পাদক ও প্রকাশকাল

সংবাদপত্রের নাম	সম্পাদক	সাল
বেঙ্গল গেজেট	জেমস অগাস্টাস হিকি	১৭৮০
দিকদর্শক	জন ক্লার্ক মার্শম্যান	১৮১৮
সমাচার দর্পণ	জন ক্লার্ক মার্শম্যান	১৮১৮
বাঙ্গাল গেজেট	গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য	১৮১৮
ব্রাহ্মণ সেবধি	রাজারামমোহন রায়	১৮২১
সম্বাদ কৌমুদী	রাজারামমোহন রায় ও ভবাণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৮২১
জ্ঞানান্বেষণ	দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়	১৮৩১
সংবাদ প্রভাকর	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত	১৮৩১
সংবাদ রত্নাবলী		১৮৩২
তত্ত্ববোধিনী	অক্ষয়কুমার দত্ত	১৮৪৩
রংপুর বার্তাবহ	গুরুচরণ রায়	১৮৪৭
ঢাকা প্রকাশ	কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার	১৮৬১
গ্রামবার্তা প্রকাশিকা	কাঙ্গাল হরিনাথ মজুমদার	১৮৬৩
বঙ্গদর্শন	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১৮৭২
ভারতী	দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৮৭৭
সুধাকর	শেখ আবদুর রহিম	১৮৯৪
মিহির		১৮৯২
হাফেজ		১৮৯৭
মাসিক মোহাম্মদী	মোহাম্মদ আকরম খাঁ	১৯০৩
দৈনিক আজাদ		১৯৩৫
সবুজপত্র	প্রমথ চৌধুরী	১৯১৪
সওগাত	মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন	১৯১৮
মোসলেম ভারত	মোজাম্মেল হক	১৯২০
আঙুর (কিশোর পত্রিকা)	ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ	১৯২০
ধূমকেতু	কাজী নজরুল ইসলাম	১৯২২
লাঙ্গল		১৯২৫
দৈনিক নবযুগ		১৯৪১
কল্লোল	দীনেশ রঞ্জন দাস	১৯২৩
শিখা	আবুল হোসেন	১৯২৭
	বাংলা ভাষার প্রথম সচিত্র নারী সাপ্তাহিক।	

গ্রামবার্তা প্রকাশিকা	কাঙ্গাল হরিনাথ মজুমদার	১৮৬৩
বঙ্গদর্শন	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১৮৭২
ভারতী	দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৮৭৭
সুধাকর	শেখ আবদুর রহিম	১৮৯৪
মিহির		১৮৯২
হাফেজ		১৮৯৭
মাসিক মোহাম্মদী	মোহাম্মদ আকরম খাঁ	১৯০৩
দৈনিক আজাদ		১৯৩৫
সবুজপত্র	প্রমথ চৌধুরী	১৯১৪
সওগাত	মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন	১৯১৮
মোসলেম ভারত	মোজাম্মেল হক	১৯২০
আঙুর (কিশোর পত্রিকা)	ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ	১৯২০
ধূমকেতু	কাজী নজরুল ইসলাম	১৯২২
লাঙ্গল		১৯২৫
দৈনিক নবযুগ		১৯৪১
কল্লোল	দীনেশ রঞ্জন দাস	১৯২৩
শিখা	আবুল হোসেন	১৯২৭

নিক বাংলা ভাষা ও সাহিত্য

ইত্তেফাক	তফাজ্জল হোসেন	১৯৫৩
সমকাল	সিকান্দার আবু জাফর	১৯৫৭
পূর্বাশা	সঞ্চয় ভট্টাচার্য	১৯৩২
কবিতা	বুদ্ধদেব বসু ও প্রেমেন্দ্র মিত্র	১৯৩৫

প্রশ্নোত্তর পর্ব

'সওগাত' পত্রিকার সম্পাদক কে ছিলেন?

ক) মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন

খ) আবুল কালাম শামসুদ্দিন

ঘ) সিকানদার আবু জাফর

গ) কাজী আবদুল ওদুদ

P2A

প্রশ্নোত্তর পর্ব

ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রথম বাংলা পত্রিকা কোনটি

ক) সংবাদ

খ) ঢাকা প্রকাশ

গ) আজকের কাগজ

ঘ) ইত্তেফাক

পংক্তি ও উদ্ধৃতি

৩) "সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেক আমরা পরের তরে ।" –পরার্থে	
১) "যে জন দিবসে মনের হরষে, জ্বালায় মোমের বাতি" –মিতব্যয়িতা ২) "চিরসুখী জন ভ্রমে কি কখন ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে?" –সমবাথী ৩) "কাঁটা হেরি ক্ষান্তকেন কমল তুলিতে দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহিতে? ৪) "কেন পান্থ ক্ষান্তহও)..... হেরি দীর্ঘ পথ ।"	কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার
"বাবুই পাখিরে ডাকি, বলিছে চড়াই, কুড়ে ঘরে থাকি কর শিল্পের বড়াই," –স্বাধীনতার সুখ	রজনীকান্তসেন
"মোদের গরব মোদের আশা আ মরি বাংলা ভাষা" –আ মরি বাংলা ভাষা	অতুলপ্রসাদ সেন
"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়?" –স্বাধীনতা	রঙ্গলার
১) "তোমার মুখের দিকে আজ আর যায় না তাকানো, বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা ।" –বর্ণমালা আমার দুঃখিনী বর্ণমালা ২) "উদোম শরীরে নেমে আসে রাজপথে, বুকে–পিঠে রৌদ্রের অক্ষরে লেখা অনন্য শ্লোগান" ৩) এই বাঙলায় তোমাকে আসতেই হবে, হে স্বাধীনতা' ৪) গুচ্ছ গুচ্ছ রক্তকরবীর মতো কিংবা সূর্যাস্তের জলন্তমেঘের মতো আসাদের শার্ট উড়ছে হাওয়ায় নীলিমায় । ৫) "তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা তোমাকে পাওয়ার জন্যে আর কতবার ভাসতে হবে রক্ত গঙ্গায়? "	শামসুর রাহমান
১) 'সুখের লাগিয়া এর ঘর বাঁধিনু/অনলে পুড়িয়া গেল ।' ২) রূপ লাগি আখি ঝুরে গুণে মন ভোর'	জ্ঞানদাস
১) "হে কবি, নীরব কেন ফাগুন যে এসেছে ধরায়, বসন্তেবরিয়া তুমি লবে না কি তব বন্দনায়? ২) "জন্মেছি মাগো তোমার কোলেতে মরি যেন এই দেশে ।" –জন্মেছি এই দেশে, সুফিয়া কামাল	বেগম সুফিয়া কামাল

৩) "এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি– নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার ।" – ছাড়পত্র ৪) "এ নদীর পাশে মজা নদী বার মাস বর্ষায় আজ বিদ্রোহ বুঝি করে ।" – গাঁয়ে ৫) "কবি সেই, ছবি আঁকার অভ্যাস ছিল না ছোট বয়সে, অথচ শিল্পী বলে সে–ই পেল শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের সম্মান ।"	
১) "হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন । তা সবে, (অবোধ আমি) অবহেলা করি," ২) "হা পুত্র! হা বীরবাহু! বীরেন্দ্র–কেশরী । কেমন ধরিব প্রাণ তোমার বিহনে?"- মেঘনাদবধ কাব্য ৩) "জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে?" ৪) "ঊর্ধ্ব শির যদি তুমি কুল মনে ধনে; করিওনা ঘৃণা তব নীচ শির জনে ।" –রসাল ও স্বর্ণলতিকা,	মাইকেল মধুসূদন দত্ত
১) "সুন্দর হে, দাও দাও সুন্দর জীবন হউক দূর অকল্যাণ সকল অশোভন" ২) "বাঁচতে হলে লাঙ্গল ধর / এবার এসে গাঁয়" –গাঁয়ের ডাক ৩) 'প্রীতি ও প্রেমের পুণ্য বাঁধনে যবে মিলি পরস্পরে স্বর্গ আসিয়া দাঁড়ায় তখন আমাদের কুঁড়ে ঘরে ।'	শেখ ফজলুল করিম
১) "আহা, কি মধুর ওই আযানের ধ্বনি মর্মে মর্মে সেই সুর বাজিল কি সুমধুর আকুল হইল প্রাণ, নাচিল ধমনী ।" –আযান ২) "আমি তো পাগল হয়ে যাই সে মধুর তানে কি যে এক আকর্ষণে ছুটে যাই মুগ্ধ মনে ।" –আযান	কায়কোবাদ
"বিদ্যে বোঝাই বাবুমশাই চড়ি শখের বোটে মাঝিরে কন, বলতে পারিস সূর্যি কেন ওঠে?"	সুকুমার রায়
"আধুনিক সভ্যতা দিয়েছে বেগ, নিয়েছে আবেগ" –দৃষ্টিপাত	বিনয়কৃষ্ণমজুমদার/যাযাবর
১) "পরের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি/এ জীবন মন সকলি দাও, তার মত সুখ কোথাও কি আছে? আপনার কথা ভুলিয়া যাও ।"–সুখ ২) "করিতে পারি না কাজ /সদা ভয় সদা লাজ, সংশয়ে সংকল্প সদা টলে,/পাছে লোকে কিছু বলে । "	কামিনী রায়

"শুনহ মানুষ ভাই সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই ।"	চণ্ডীদাস
১) "যে সব বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী । সে সবে কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি ।" -বঙ্গবাণী ২) "দেশী ভাষা বিদ্যা যার মনে ন জুড়ায় নিজ দেশ ত্যাগী কেন বিদেশ ন যায়"	আবদুল হাকিম
"আমার অজানা স্নায়ুতন্ত্রের মত/ সর্বক্ষণ সত্য আমার দেশ ।"	হাসান হাফিজুর রহমান
"প্রদীপ নিবিয়া গেল!" –(বিষবৃক্ষ ও কপালকুণ্ডলা)	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
১) "বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ খুঁজিতে যাই না আর ।" -বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি ২) "আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে-এই বাংলায় হয়ত মানুষ নয় হয়ত বা শঙ্খচিল শালিকের বেশে ।"	জীবনানন্দ দাশ
"আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে, কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে ।"	কুসুমকুমারী দাশ
১) "ধর্ম সাধারণ লোকের সংস্কৃতি, আর সংস্কৃতি শিক্ষিত মার্জিত লোকের ধর্ম ।" -সংস্কৃতি কথা ২) "যেখানে ফ্রি থিংকিং নেই সেখানে কালচার নেই"-সংস্কৃতি কথা	মোতাহের হোসেন চৌধুরী
"ফুল ফুল তুলতুল গা ভেজা শিশিরে, বুলবুল মুশগুল কার গান গাহিরে ।" -পারিব না	কালী প্রসন্ন ঘোষ
"তুমি মাস্তলে, আমি দাঁড় টানি, ভুলে সম্মুখে শুধু অসীম কুয়াশা হেরি" -পাঞ্জেরী	ফররুখ আহমদ
"আমার মায়ের সোনার নোলক হারিয়ে গেল শেষে হেথায় খুঁজি হোথায় খুঁজি সারা বাংলাদেশে ।" -নোলক	আল মাহমুদ
"আমাদের স্বপ্ন হোক ফসলের সুষম বণ্টন"	–সমর সেন
"নহে আশরাফ যার আছে শুধু বংশ পরিচয়, সেই আশরাফ জীবন যাহার পুণ্য কর্মময়"	গোলাম মোস্তফা
"মাতৃভাষায় যাহার ভক্তি নাই সে মানুষ নহে ।"	মীর মশাররফ হোসেন
'শোন মা আমিনা, রেখে দেবে কাজ, ত্বরা করে মাঠে চল, এল মেঘনার জোয়ারের বেলা,এখনি নামিবে ঢল ।'-মেঘনার ঢল	হুমায়ুন কবির
'ধরণির কোন এক দীনতম গৃহে যদি জন্মে প্রেয়সী'	মোহিতলাল মজুমদার

"পাখি সব করে রব, রাত্রি পোহাইল কাননে কুসুম কলি সকলি ফুটিল ।"	মদনমোহন তর্কালঙ্কার
১) "পার্শ্বে জ্বলিয়া মাটির প্রদীপ বাতাসে জমায় খেল; আঁধারের সাথে যুঝিয়া তাহার ফুরায়ে এসেছে তেল ।"-পল্লিজননী ২) "পদ্মা মেঘনা যমুনা নদীর রূপালী রেখার মাঝে, আঁকা ছিল ছবি সোনার বাঙলা নানা ফসলের সাজে ।"	জসীমউদ্‌দীন
"নানান দেশের নানান ভাষা বিনে স্বদেশী ভাষা/পুরে কি আশা?" –স্বদেশী ভাষা	রামনিধি গুপ্ত
"মাগো, ওরা বলে,/সবার কথা কেড়ে নেবে, তোমার কোলে শুয়ে/ গল্প শুনতে দেবেনা বল, মা ।" – কোন এক মা'কে	আবুজাফর ওবায়দুল্লাহ
"মোরা একটি ফুলকে বাঁচাব বলে যুদ্ধ করি"	গোবিন্দ হালদার
১) "আপনাকে বড় বলে বড় সেই নয় লোকে যারে বড় বলে বড় সেই হয় ।" –বড় কে ২) "চেষ্টায় সুসিদ্ধ করে জীবনের আশা ।" – মানুষ কে ৩) "কতরূপ স্নেহ করি, দেশের কুকুর ধরি, বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া ।"	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
"ভাত দে হারামজাদা, তা না হ'লে মানচিত্র খাবো ।"	রফিক আজাদ
"ষোল নয় আমার মাতৃভাষার ষোলশত রূপ"	মুনীর চৌধুরী
১) মার চোখে নেই অশ্রুকেবল/অনলজ্বলা, দু'চোখে তার শত্রুভ্রষ্ট হননের আহ্বান ।"-শহীদ স্বরণে ২) কবিতায় আর কি লিখব? /যখন বুকের রক্তে লিখেছিএকটি নাম / বাংলাদেশ ।" -শহীদ স্মরণে	মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান
"জোটে যদি মোটে একটি পয়সা,/খাদ্য কিনিও ক্ষুধার লাগি দুটি যদি জোটে/ফুল কিনে নেও হে অনুরাগী ।"	সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
"মহাজ্ঞানী মহাজন, যে পথে করে গমন হয়েছেন প্রাতস্মরণীয় ।" -জীবন সঙ্গীত	হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
১) "একুশে ফেব্রুয়ারি,/মৃত্যুর শীর্ষে যারা রেখে গেল প্রাণ-ফসলের দান/তুমি ইতিহাস বহ তারই । ২) "এই ভাষারই চরণ ধ্বনি মাটির বুকে জাগায় আশা ।" -বাংলা ভাষা, সিকান্দার আবু জাফর	সিকান্দার আবু জাফর"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উক্তি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উক্তি ও পঙ্ক্তি

১)"সত্য যে কঠিন, /কঠিনেরে ভালোবাসিলাম, / সে কখনো করে না বঞ্চনা ।"(রূপ নারাণের কূলে)

২)"আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ/চুনি উঠল রাঙা হয়ে ।/আমি চোখ মেললুম আকাশে/ জ্বলে উঠল আলো /পুবে পশ্চিমে ।/ গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম 'সুন্দর'/ সুন্দর হল সে ।" -(আমি)

৩) "কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি, / কালো তারে বলে গাঁয়ে লোক ।"

৪) "আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে হে সুন্দরী?/ বলো,কোন পার ভিড়িবে তোমার সোনার তরী ।" (নিরুদ্দেশ যাত্রা)

৫) "তোমারেই যেন ভালোবাসিয়াছি শতরূপে শতবার ।" (অনন্তপ্রেম)

৬) "কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও ।/ তারি রথ নিত্যই উধাও " (বিদায়)

৭) "রাতের সব তারাই আছে দিনের আলোর গভীরে ।"(হঠাৎ দেখা)

৮) "সময় কোথা সময় নষ্ট করবার ।" (হঠাৎ দেখা)

৯) "মনে করো যেন বিদেশ ঘুরে / মাকে নিয়ে যাচ্ছি অনেক দূরে"

১০)"তখন কাঁদি চোখের জলে দুটি নয়ন ভরে/তোমায় কেন দিই নি আমার/সকল শূন্য করে ।"

১১)"বিপদে মোরে রক্ষা করো/এ নহে মোর প্রার্থনা,/বিপদে আমি না যেন করি ভয়" -আত্মত্রাণ

১২) "অন্তর মম বিকশিত করো/অন্তরতরে হে ।" (গীতাঞ্জলি)

১৩) "তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি "

১৪) "মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে, / মানবের মাঝে আমি বাঁচিবার চাই ।" (প্রাণ)

১৫) "মরণ রে,/তুঁহু মম শ্যাম সমান ।" (ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী)

১৬)"হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে / ময়ূরের মতো নাচে রে-" (নববর্ষা) ।

১৭) "হে দুর্ভাগ্য দেশ হতে হে মঙ্গলময় / দূরে করে দাও তুমি সর্ব তুচ্ছ ভয়-" (ত্রাণ)

১৮) "আজি এ প্রভাতে রবির কর / কেমনে পাশিল প্রাণের পর –" (নির্ঝরের স্বপ্ন ভঙ্গ)

১৯) "মানুষের প্রতি কী আর বিশ্বাস রাখা যাবে না? "

২০) "কাদম্বিনী মরিয়া প্রমাণ করিল সে মরে নাই ।" (জীবিত ও মৃত)

২১) "সমগ্র শরীরকে বঞ্চিত করে কেবল মুখে রক্তজমলে তাকে স্বাস্থ্য বলা যায় না ।"

২২) "বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয় ।"

২৩) "এ জগতে হায়, সেই বেশি চায় আছে যার ভূরি ভূরি
রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি ।" (দুই বিঘা জমি)

২৪) "যে আমারে দেখিবারে পায় অসীম ক্ষমায় ভালো মন্দমিলায়ে সকলি ।
এবার পূঁজায় তারি আপনারে দিতে চাই বলি ।"

২৫) "মানুষ যা চায় ভুল করে চায়, যা পায় তা চায় না ।"

২৬) "যে আছে মাটির কাছাকাছি / সে কবির বাণী লাগি কান পেতে আছি ।" (ঐকতান)

২৭) "সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা ।" (বলাকা)

২৮) "আমি যে দেখেছি গোপন হিংসা কপট রাত্রিছায়ে"- (প্রশ্ন)

২৯)"এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ,
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান ।" (চিত্তরঞ্জন দাসকে উদ্দেশ্য করে লেখা)

৩০) "আজি হতে শতবর্ষ পরে, কে তুমি পড়িছ বসি / আমার কবিতাখানি কৌতূহল ভরে ।"

৩১)"সম্মুখে শান্তিপারাবার ভাসাও তরী হে কর্ণধার / তুমি হবে চিরসাথী লও লও হে
ক্রোড়পতি / অসীমের পথে জ্বলিবে জ্যোতি ধ্রুবতারার ।"

৩২) "কী গভীর দুঃখে মগ্ন সমস্ত আকাশ, সমস্ত পৃথিবী ।"

৩৩) "হে মোর চিত্ত, পুণ্য তীর্থে/ জাগো রে ধীরে-/ এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে ।"

৩৪) "নমো নমঃ নমঃ সুন্দরী মম জননী 'বঙ্গভূমি"

৩৫) "একখানি ছোট খেত, আমি একেলা" –(সোনার তরী)

৩৬) "আমি এ কথা, এ ব্যথা, সুখ ব্যাকুলতা কাহার চরণতলে দিব নিছনি ।" –গীতবিতান

৩৭) "আমি শুনে হাসি, আঁখিজলে ভাসি, এই ছিল মোর ঘটে
তুমি মহারাজ সাধু হলে আজ, আমি আজ চোর বটে ।" (দুই বিঘা জমি)

৩৮) "উদয়ের পথে শুনি কার বাণী/ভয় নাই, ওরে ভয় নাই,
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান/ক্ষয়নাই তার ক্ষয়নাই ।" (পূরবী)

৩৯) "তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ "(শা-জাহান)

৪০) "ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা ।"

৪১)"দণ্ডিতের সাথে দণ্ডদাতা কাঁদে যবে সমান আঘাতে সর্বশ্রেষ্ঠ সে বিচার"

৪২) "দেবতারে যাহা দিতে পারি, দিই তাই প্রিয়জনে
প্রিয়জনে যাহা দিতে চাই/তাই দেব দেবতারে ।"–(বৈষ্ণব কবিতা)

৪৩) "ওরে নবীন' ওরে আমার কাঁচা,/ওরে সবুজ ওরে অবুঝ,
আধ-মরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা ।"–(সবুজের অভিযান)

৪৪) "মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ" (সভ্যতার সংকট)

৪৫) "শিশুরাজ্যে এই মেয়েটি একটি ছোটখাট বর্গির উপদ্রব বলিলেই হয়"(সমাপ্তির মৃন্ময়ী সম্পর্কে)